আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী

সমন্বিত প্রয়াসের বছরব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোগ

বর্ষ ৪৪ ■ সংখ্যা ৪ ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক পেলেন বিশিষ্ট কিডনি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদ

মিশন বার্তার

নতুন যাত্রা শুভ হোক

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও
আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান

সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত এই মেডিকেল কলেজে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা-শিক্ষা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে এ বছর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

Hotline : 10617, E-mail: info.ammcu@gmail.com, Web: www.ammch.edu.bd, /ahsaniamedicalcollege

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৪ ❑ সংখ্যা ৪ ❑ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঝরে পড়ল আরো একটি বছর। তবে এরই সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছে আগামীর স্বপ্ন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিশ্বের প্রেক্ষিতে নতুন বছরকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা অনেকটা কঠিন বলে বিবেচনা করছেন অর্থনীতিবিদগণ। বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনও সরকারের সাথে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঘনিষ্ঠ সহযোগী। মিশনের নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন উদ্যোগ।

করোনা মহামারীর কারণে গত ২০২১ ও ২০২২ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ২০২০ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছে ২০২২-এর ২৭ ডিসেম্বর। প্রখ্যাত কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অনবদ্য অবদান রাখার জন্য এবারে এ পদক প্রদান করা হয়। একটি প্রতিবেদন থাকছে বিষয়টির ওপর।

অন্যদিকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.)-এর জন্ম ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক শনিবার। সেই হিসেবে মহান এই শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক এবং সুফীসাধকের সার্ধজন্মশতবার্ষিকী ২০২৩ সাল। এ উপলক্ষ্যে মহান এই পুরুষ প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি হয়েছে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সফলতা উল্লেখ করার মতো। এই কর্মসূচির মাধ্যমে একজন সফল ব্যক্তির প্রতিবেদন রয়েছে এবারের সংখ্যায়।

এ ছাড়াও নিয়মিত আয়োজনে থাকছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ। বিশেষ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইউকে প্রতিনিধির মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন, এডিবি প্রতিনিধিদলের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে নিয়ে শিক্ষাসফর, তাদের আয়োজনে পিঠা উৎসব, ই-সিগারেট বন্ধসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তয়ানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির গ্রহণের খবরগুলো গুরুত্বসহকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রতিবেদন ৩
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক পেলেন বিশিষ্ট কিডনি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদ

প্রচ্ছদ কাহিনী ৪-১০
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী সমন্বিত প্রয়াসের বছরব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোগ লিখেছেন মো. সাইফুল ইসলাম

স্বাস্থ্য ১৪-১৯
শিক্ষা ২০-২২
মানবাধিকার ২৩-২৬
বিবিধ ২৭-২৯

১১-১২
হাত পাখায় ফিরেছে বিলকিসের ভাগ্য নিয়ে লিখেছেন রাশেদ রাব্বী

১৭
গরীব দুস্থ ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা সহায়তায় সাপোর্ট ফোরামের অনুদান

২৮
পবিত্র ফাতেহা দোয়াজ্ দহম্ উপলক্ষ্যে দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত

১৩
মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা: নিম্নমানের হেলমেট ঝুঁকিতে জীবন লিখেছেন তরিকুল ইসলাম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dam.bgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

চিকিৎসা শাস্ত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট কিডনি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করছেন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক পেলেন বিশিষ্ট কিডনি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদ

চিকিৎসাশাস্ত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য ২০২০ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক পেলেন বিশিষ্ট কিডনি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদ। ২৭ অক্টোবর ২০২২, বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে এ পদক তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম।

অধ্যাপক এ কে আজাদ খান বলেন, আজ যার নামে এ পদকটি দেয়া হচ্ছে সেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বহুমুখী প্রতিভার মানুষ। তিনি একজন ক্ষণজন্মা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অবদান রেখেছেন সেটা সবার সামনে আসা দরকার।

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদ বলেন, কীভাবে কিডনি ডায়ালাইসিসে খরচ কমানো যায় ও সূচনাতেই কিডনি রোগের নির্ণয় করে নিরাময় করতে পারে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মানুষকে সচেতন করানো অনেক কঠিন কাজ।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং খ্যাতনামা পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী, কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিনি ফেরদৌস রশিদ। স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম।

সমকালীন কৃতি ব্যক্তিত্বদের প্রতিভা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ের একজন কৃতি ব্যক্তিত্বকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করে আসছে।

এই পদকের মূল্যমান ২ ভরি পরিমাণ একটি স্বর্ণপদক, নগদ দুই লক্ষ টাকা, মনোগ্রাম সম্বলিত একটি ক্রেস্ট, একটি সনদপত্র ও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) রচিত বই।

অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদ

অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদ ১৯৪৫ সালের ২৪ এপ্রিল পাবনার রাঘবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আট ভাইবোনের মধ্যে ডা. হারুন-আর-রশিদ তৃতীয় সন্তান। ১৯৬১ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৯৬৩ সালে রাজশাহী ডিভিশনে মেধা তালিকায় ১৮তম স্থান অধিকার করে আই.এস.সি পাশ করেন।

পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ১৯৬৯ সালে এম.বি.বি.এস. পাস করেন এবং চ্যান্সেলর পুরস্কার লাভ করেন। তৎকালীন আইপিজিআর থেকে ১৯৭৪ সালে মেডিসিনে এফ.সি.পি.এস করেন। ডা. হারুন-আর-রশিদ ১৯৭৭ সালে কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে পিএইচ.ডি করার জন্য লন্ডন চলে যান এবং ১৯৮১ সালে পিএইচ.ডি করার পর নেফ্রোলজিতে প্রশিক্ষণ নেন।

সরকারি দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি দেশের গরীব কিডনী রোগীর জন্য ২০০৩ সাল থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেন।

এরপর ২০০৮ সালে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে ৩ বছরের মধ্যে শেষ করেন। এখানে প্রতিটি রোগী অত্যন্ত স্বল্প খরচে উন্নতমানের চিকিৎসসেবা নিয়ে থাকে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর রওজা শরীফ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী

সমন্বিত প্রয়াসের বছরব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোগ

মো. সাইফুল ইসলাম

> তাঁর প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তাঁর দেওয়া মূলমন্ত্রের (স্রষ্টার এবাদত, সৃষ্টের সেবা) ভিত্তিতে আজ দেশে ও বিদেশে মানুষের সেবায় ব্রত।

বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক যে অবস্থান তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভাবদর্শন, নৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে। ঐ সময় যে সব চিন্তানায়ক, কর্মবীর ও সাংস্কৃতিক কর্মী তাঁদের মেধা ও সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে একটি মুক্তবুদ্ধি ও সৃজনশীল সমাজ ও নৈতিক জীবনাদর্শ নির্মাণ করার ব্রত নিয়েছিলেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সেই শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও সাধক ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছিল ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক শনিবারে। জন্মের পর তাঁর বেড়ে ওঠা, কর্মজীবনে প্রবেশসহ প্রতিটি আলেখ্য ছিল অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। ২০২৩ সালে এই মহামানবের জন্মের সার্ধশতবার্ষিকী।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তাঁর দেওয়া মূলমন্ত্রের (স্রষ্টার এবাদত, সৃষ্টের সেবা) ভিত্তিতে আজ দেশে ও বিদেশে মানুষের সেবায় ব্রত। এহেন অবস্থায় সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রয়াসে পালিত হতে যাচ্ছে এই মহাপুরুষের জন্মসার্ধশতবার্ষিকী।

এ উপলক্ষ্যে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক, এম.পি বলেন, একদিকে একজন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ হিসেবে তিনি যেমন সর্বজনবিদিত, অন্যদিকে ব্রিটিশ-ভারতের অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁয় তাঁর ভূমিকা অবিসংবাদিত। তাঁর জন্ম বঙ্গীয় মুসলমানের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তাঁর জীবন ও কর্ম বিস্তৃত হলেও একবিংশ শতাব্দীতে

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে স্মারক লোগো উন্মোচন

বছরব্যাপী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকাশিত স্মারক লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠানে মিশন সভাপতি কাজী রফিকুল আলমসহ অন্য অতিথিরা

অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক (১৯২৪-২৯), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক, দার্শনিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্মারক লোগো প্রকাশ করেছে। ১ জানুয়ারি ২০২৩ রোববার রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে ২০২৩ সালে বছরব্যাপী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) জন্মবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে এই স্মারক লোগো উন্মোচন করা হয়। লোগো মোড়ক উন্মোচন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এএফএম গোলাম শরফুদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বহুমাত্রিক মানব ছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। তিনি একাধারে সুফি-সাধক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। পাশাপাশি মানুষকে ভালোবেসেছেন, ধর্মপ্রচার করেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সবসময় জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদানের কথা ভুলবার নয়।

এছাড়াও জীবনব্যাপী যে কর্ম অনুসন্ধান করেছেন তা সাধারণ মানুষের জন্য সবসময় অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) স্মরণে মিশন ২০২৩ সালে বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে।

তাঁর জীবনাদর্শ আরো প্রবলভাবে প্রবাহিত।

রুহুল হক বলেন, মহব্বতের অগাধ বিশ্রণে 'সত্যতা, পবিত্রতা ও প্রেমিকতা'ই ছিল হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর সাধনার মূল সুর। জন্মসার্ধশতবর্ষে এসেও তাঁর আদর্শ ও দর্শন আমাদের জন্য অপরিহার্য। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে সামাজিক অস্থিরতার বিপরীতে মানুষে মানুষে এমনকি সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি মানুষের মহব্বত জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেই মহব্বতকে আলিঙ্গন করাই আমাদের একাগ্র সাধনা হওয়া উচিত।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, চাকরি ও অবসর জীবনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) একান্তভাবে আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি নিরলসভাবে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। এই বিরাট, বিপুল এবং প্রায় পুরো এক শতাব্দীকালের সূর্যস্নাত মহাপুরুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বার বার স্মরিত ও উচ্চারিত হবেন।

তিনি বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অর্জন হলো- মানুষের মুখের হাসি। এখানে প্রতিটি সেবার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়ে মানুষের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

এই আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উদযাপিত হতে যাচ্ছে। তাঁর দেয়া আদর্শ ও দিক-নির্দেশনায় মানবসেবার প্রতিটি অর্জন কাল-কালান্তরে প্রস্ফুটিত হবে।

এনবিআর-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন অধ্যাত্মবাদী সমাজসেবক। তাঁর জীবনাদর্শ অগণিত ভক্তের জন্য অনুসরণীয় আদর্শের উৎস হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে এবং সৃষ্টি করেছে মানবিক মূল্যবোধের অগনিত অভিযাত্রী। এতদসত্ত্বেও অসাধারণত্বের কিংবা গুরুর আসনের দাবিদার তিনি ছিলেন না। বস্তুত সহজ সরলতার সুকুমার সৌন্দর্যে বিশ্বাস, জনসেবার মহান ব্রত, নিজেকে পান্থজনের সখা বিবেচনা-এই সমুদয় গুণাবলী তাঁকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবনের সিংহভাগ গণ-মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতায় ন্যায়নীতি নির্ভরতায় প্রযত্ন প্রদানে অতিবাহিত হয়েছে। সেদিনের খুবই পশ্চাৎপদ সমাজ-মুসলিম সমাজের ইহলৌকিক বা বৈষয়িক মুক্তি পথ হিসেবে মূলত শিক্ষা-সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত রাখেন। মানুষ সম্পর্কে তাঁর একান্ত ভাবনা ও বিবেচনার নির্যাস হলো 'The heart of mankind is the temple of God' এটা তিনি জানতেন এবং মানতেন বলে তার উক্তি আর উপলব্ধির মধ্যে সমন্বয়সাধনে থাকতেন সদাসচেতন।

তিনি বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে সেবার আদর্শ জাগিয়ে তুলতে এবং জীবন বিষয়ে একটি

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে। তাঁর লেখালেখির মূল সুর ছিল সেবা– মানুষের সেবা, আত্মার সেবা, শিক্ষা সেবা, সমাজ ও সংস্কৃতির সেবা। এই সেবাকে লক্ষ্য রেখেই তিনি ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন।

সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনের সকল কার্যক্রম সফল হবে এটাই কাম্য।

নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক মো. এনামুল হক বলেন, আজ থেকে দেড়শত বছর আগে নলতা শরীফে মহব্বতের ডালি নিয়ে জন্মেছিলেন হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর চিন্তায়, সাধনায় সেই যুগকে অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'সকল শ্রেনীকে ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহাপ্রভূর উদ্দেশ্য সাধন।' সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি নিজে সারাটা জীবন কাজ করে গেছেন এবং অনাগতকাল ধরে সেই অভিন্ন উদ্দেশ্য কার্যকর রাখতে সাংগঠনিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন আহ্ছানিয়া মিশন। এই মহামনীষীর আসন্ন জন্মসার্ধশতবর্ষের মাইলফলকে সবাইকে জানাই আন্তরিক মহব্বত ও ছালাম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ২০২৩ সালের ১২ মাসে ১২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ ও আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি আয়োজন করবে জানুয়ারি মাসে, ফেব্রুয়ারি মাসে- আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং, মার্চ মাসে- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, এপ্রিল মাসে- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম, মে মাসে- আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, জুন মাসে- আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা। জুলাই মাসে- আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ, আগস্ট মাসে- ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, সেপ্টেম্বর মাসে-আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল, উত্তরা, অক্টোবর মাসে- খুলনা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, নভেম্বর মাসে- আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, রাজশাহী, ডিসেম্বর মাসে- স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর (আমিক)।

এদিকে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ছাড়াও নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনসহ দেশ-বিদেশের সকল শাখা মিশন ও প্রতিষ্ঠান বছরব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) জন্মসার্ধশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ নিয়েছে।

জন্ম সার্ধশতবর্ষ

নানা আয়োজনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে স্মরণ

রাজধানীর উত্তরায় নলতা শরীফ কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরোফিন সিদ্দিক

শিক্ষাবিদ ও সুফি সাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৪ ডিসেম্বর ২০২২ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রাজধানীর উত্তরায় নলতা শরীফ কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্পের পাশাপাশি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা অনুষদের সাবেক ডীন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, একদিকে একজন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা যেমন সর্বজনবিদিত, অন্যদিকে ব্রিটিশ-ভারতের অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁয় তার ভূমিকা অবিসংবাদিত। তার জন্ম বঙ্গীয় মুসলমানের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তার জীবন ও কর্ম বিস্তৃত হলেও একবিংশ শতাব্দিতে তাঁর জীবনাদর্শ আরো প্রবলভাবে প্রবাহিত। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারি পরিচালক।

সেমিনারে 'নারী শিক্ষা উন্নয়নে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় জাদুঘরের সাবেক কীপার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমগীর। আলোচনায় অংশ নেন খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এএফএম এনামুল হক, ন্যাশনাল ওসানোগ্রফিক অ্যান্ড মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের সদস্য শেখ দলিল উদ্দীন আহম্মদ, ঢাকা মহানগর শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ প্রমুখ।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার

নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সাতক্ষীরার নলতায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বক্তাগণ

সুলতানুল আউলিয়া কুতুবুল আকতাব গওছে জামান আরেফ বিল্লাহ হজরত শাহসুফী আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার (৩১ ডিসেম্বর) পাক রওজা শরীফ প্রাঙ্গণে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউটের পরিচালক মো. মনিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মিশনের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ মো. এনামুল হক, সভাপতি ছিলেন নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি ডা. আফম রুহুল হক। সেবা-তথ্য প্রদান করেন সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মো. সাইদুর রহমান, সেমিনারে "জন্মসার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন কালিগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক গাজী আজিজুর রহমান, আলোচনা করেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক এএফএম এনামুল হক, মূখ্য আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান, (ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), তিনি সেমিনারকে পবিত্র, নুরানী, আধ্যাত্মিক সম্মেলন আখ্যা দিয়ে বলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা(র.)-এর লিখিত প্রতিটি বইয়ের উপর পিএইচডি গবেষণা হতে পারে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রহিমা সুলতানা বুশরা (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) আলহাজ্জ মো. সেলিম উল্লাহ (সাবেক সভাপতি, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন), সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

<u>জানুয়ারি ২০২৩</u>

জানুয়ারি মাসের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- জগন্নাথ পুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সেমিনার, মিলাদ মাহফিল, পুরস্কার বিতরণ, গরীব অসহায়দের বস্ত্রদান, দরিদ্র অসহায় মানুষদের চিকিৎসায় অনুদান প্রদান, বৃক্ষরোপণ, রক্তদান কর্মসূচি ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা। সোনাতলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে- ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, বাগবাটি আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা, নোড়া-চরকুনিয়া আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন-কর্ম নিয়ে আলোচনা ও মিলাদ শরীফ, উত্তর শ্রীপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সেমিনার ও মিলাদ মাহফিল এবং বৃক্ষরোপণ, সখীপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে আলোচনা ও মিলাদ শরীফ, শ্রীকলা দক্ষিণশ্রীপুর আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, ভাড়া শিমলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আলোচনা ও মিলাদ শরীফ, কালীগঞ্জ পাইলট মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে সেমিনার, রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বুক কর্নার উদ্বোধন, বৃক্ষরোপণ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, নলতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

<u>ফেব্রুয়ারি ২০২৩</u>

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ, গ্রন্থমেলার মূলমঞ্চে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা, টেলিভিশন টকশোর আয়োজন, গাজীপুর সদর আহ্ছানিয়া মিশন, গাজীপুর চৌরাস্তা আহ্ছানিয়া মিশন, কোনাবাড়ী আহ্ছানিয়া মিশন ও ফুলদী আহ্ছানিয়া মিশনের সম্মিলিত উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ, ওরছ শরীফ সাব-কমিটি নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ওরছ শরীফের বিভিন্ন পর্বে হজরত পীর কেবলার জন্মসার্ধশতবার্ষিকী স্মরণে জীবন-কর্ম আলোচনা, মিশন, পাক রওজা শরীফ, মাহফিল মাঠ তথা পুরো সংলগ্ন এলাকায় জন্মসার্ধশতবার্ষিকীর বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন প্রচার, আল-আহ্ছান সম্পাদকীয় কমিটির উদ্যোগে আল-আহ্ছান (জন্মসার্ধশতবার্ষিকী সংখ্যা) প্রকাশ, ওরছ শরীফ সাব-কমিটি নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ওরছ শরীফের বিভিন্ন পর্বে হজরত পীরকেবলার জন্মসার্ধশতবার্ষিকী স্মরণে জীবন-কর্ম আলোচনা, মাঘরী আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা সভা, গরীব ও অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, ভাড়াশিমলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে পীর কেবলা (র.) লিখিত গ্রন্থাবলীর ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা, তালা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ

নিয়ে আলোচনা সভা, লালমনিরহাট আহ্ছানিয়া মিশন ও লালমনিরহাট আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন ও কর্ম শীর্ষক সেমিনার, মারকা আহ্ছানিয়া মিশন ও মারকা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা সভা, মৌতলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে গরীব শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম বিতরণ।

মার্চ ২০২৩

ঘোনাপাড়া আহ্ছানিয়া মিশন ও ঘোনাপাড়া আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা, ভাড়াশিমলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হামদ, নাত ও মুর্শিদী প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান, হবিগঞ্জ আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে দুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আহ্ছানিয়া মিশনের ৮৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আলোচনা, ঢাকা মেট্রোপলিটন আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান প্রকল্প উদ্বোধন, চিনেডাঙ্গা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা, বস্ত্র বিতরণ, মুর্শিদ মাওলার জীবন-দর্শন নিয়ে আলোচনা সভা ও মিলাদ শরীফ, শুশিলগাতী আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে সেমিনার, নলতা আহ্ছানিয়া মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে সেমিনার, বাগনলতা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শভিত্তিক আলোচনা সভা, নলতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শনভিত্তিক আলোচনা সভা, খুলনা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবায় ব্লাড-ব্যাংক গঠন।

এপ্রিল ২০২৩

গোপালগঞ্জ আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, বৃক্ষরোপণ ও পীর কেবলার বই বিতরণ, ভাড়াশিমলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে অসহায় রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান, সোনাতলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে মিলাদ মাহফিল, খুলনা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ঈদুল ফিতরের পরের দিন তরুণ প্রজন্ম সম্মেলন, সখিপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও অসহায়দের সহায়তা প্রদান, খুলনা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে খুলনা আহ্ছানিয়া মিশন হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার কার্যক্রম চালুকরণ/উদ্বোধন, নলতা আহ্ছানিয়া মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের উদ্যোগে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

মে ২০২৩

খুলনা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর ১৪৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্যমলীস্থ স্বাস্থ্যসেক্টরের সভাকক্ষে আলোচনা সভায় বক্তারা

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর অবদান ও সম্পৃক্ততা ছিল অনস্বীকার্য। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন শুদ্ধাচারী মানুষ। বাংলা সাহিত্যে তাঁর যে শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ সেখানে তার শুদ্ধাচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর মতে রুচি মার্জিত করাই সাহিত্যের কাজ। ৩১ ডিসেম্বর হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর ১৪৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের আয়োজনে শ্যমলীস্থ স্বাস্থ্যসেক্টরের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, সহ-সভাপতি প্রফেসর কাজী শরিফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ.এম গোলাম শরফুদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল, আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আরো বলেন, শিক্ষায়-দীক্ষায়, সাহিত্যে-সাধনায় হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) যদি উদ্যোগ না নিতেন তবে বাংলার মুসলমানরা আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে পারতো না। তিনি একাধারে ছিলেন পূর্ণ ধার্মিক আবার পূর্ণ আধুনিক। আধুনিকতা আর ধার্মিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে যে দর্শনের কথা বলে গেছেন তা কল্যাণের দর্শন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, সখিপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার, নলতা শরীফ কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন এতিমখানার উদ্যোগে রচনা প্রতিযোগিতা, খুলনা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মাঝে পীর কেবলার জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করে বিশেষ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন, বাগবাটি আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে স্থানীয় রাস্তা সংস্কার ও চণ্ডীপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে গরীবদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

<u>জুন ২০২৩</u>

ভাড়াশিমলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, ঢাকা সিটি আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সেমিনার ও বই উৎসব, ঢাকা মেট্রোপলিটন আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে টেলিভিশন টকশো, হবিগঞ্জ আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নলতা আহ্ছানিয়া মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের উদ্যোগে মৎস্য অবমুক্তকরণ, গাজীপুর আহ্ছানিয়া মিশন, গাজীপুর চৌরাস্তা আহ্ছানিয়া মিশন, কোনাবাড়ী আহ্ছানিয়া মিশন ও ফুলদী আহ্ছানিয়া মিশনের সম্মিলিত উদ্যোগে স্থানীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

<u>জুলাই ২০২৩</u>

গাজীপুর আহ্ছানিয়া মিশন, গাজীপুর চৌরাস্তা আহ্ছানিয়া মিশন, কোনাবাড়ী আহ্ছানিয়া মিশন ও ফুলদী আহ্ছানিয়া মিশনের সম্মিলিত উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন ও কর্মের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা, আহ্ছানিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা সভা, হবিগঞ্জ আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন-কর্মের উপর রচনা প্রতিযোগিতা, ঢাকা মেট্রোপলিটন আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নলতা আহ্ছানিয়া মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বাগবাটি আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, নোড়া-চরকুনিয়া আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হবে।

<u>আগস্ট ২০২৩</u>

সোনাতলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, অঙ্কারপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, খুলনা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ/ বৃক্ষ বিতরণ, নিউ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা, পারুলিয়া আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে স্থানীয় দরিদ্রদের মাঝে ফলদ বৃক্ষ প্রদান, নলতা আহ্ছানিয়া মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বুক কর্নার উদ্বোধন করা হবে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানের থাকছে বছরব্যাপী আয়োজন

<u>সেপ্টেম্বর ২০২৩</u>

চণ্ডীপুর আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, চক-মাঘরী আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে হজরত পীর কেবলা (র.) জীবনাদর্শ আলোচনা, মিলাদ শরীফ ও দোয়া অনুষ্ঠান, শিশুদের জন্য পবিত্র কোরআন তেলওয়াত, হামদ, নাত, মুর্শিদী প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, গরিবদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ, সখিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেবহাটার উদ্যোগে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে পীর কেবলা (র.)-এঁর জীবনী গ্রন্থ আলোচনা, পীর কেবলা (র.)-এঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো সম্পর্কে আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠান, সাতক্ষীরা আহ্ছানিয়া মিশন সহযোগিতায়, সাতক্ষীরা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশন সখিপুর আহ্ছানিয়া মহিলা মিশন কটিয়া আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের সহযোগিতায় আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা, কুশখালী আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, চণ্ডীপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন ও কর্মের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সোনাতলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, আক্কারপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে গ্রামীণ নারীদের দর্জি প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা সভা, মৌতলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সোনাতলা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও মিলাদ মাহফিল, শ্রীকলা দক্ষিণশ্রীপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সফিপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অপারেশন।

<u>অক্টোবর ২০২৩</u>

অস্ট্রেলিয়া আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনভিত্তিক রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা, নলতা আহ্ছানিয়া দারুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসার উদ্যোগে হৃদয়ে আহ্ছান কর্নার উদ্বোধন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ আলোচনা ও মিলাদ শরীফ, পীর কেবলার জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের কুইজ প্রতিযোগিতা, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনী থেকে রচনা প্রতিযোগিতা ও বৃক্ষরোপণ, হবিগঞ্জ আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, মাঘরী আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত পীর কেবলার (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার, হজরত পীর কেবলা (র.) রচিত আমার জীবন-ধারা গ্রন্থের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা, চিকিৎসা ক্যাম্প, বৃক্ষরোপণ ও অসহায়দের মাঝে বস্ত্র বিতরণ, মাঘরী আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত পীর কেবলা (র.)-এঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ প্রকাশ।

নভেম্বর ২০২৩

সখিপুর আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী সেমিনার ও মিলাদ শরীফ, চণ্ডীপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প, হবিগঞ্জ আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী সেমিনার ও মিলাদ মাহফিল, সখিপুর আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প, নবীনগর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে গজর প্রতিযোগিতা, বইমেলা, চিকিৎসা ক্যাম্প (হোমিও+ অ্যালোপ্যাথিক), হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

ডিসেম্বর ২০২৩

কোঁড়া আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে শিশু-কিশোরদের মধ্যে কোরআন তেলোয়াত, হামদ, নাত ও ইসলামি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন, শিশু-কিশোর সমাবেশ, পীর কেবলার জীবন ও দর্শন নিয়ে আলোচনা, মিলাদ মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণ, মাঘুরালী আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত চক্ষু চিকিৎসা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, বাংলা একাডেমি ও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বাংলা একাডেমির প্রথম ফেলো হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন ও আহ্ছানিয়া মিশন চক্ষু অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের উদ্যোগে দিনব্যাপী বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প, ঢাকা মহানগর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মিলাদ শরীফ, আস্কারপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, বই বিতরণ, শিক্ষা উপবৃত্তি ও শিক্ষার্থীদের পোশাক বিতরণ, নোড়া-চরকুনিয়া আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে গরীবদের শীতবস্ত্র বিতরণ, ঢাকা মেট্রোপলিটন আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প, নলতা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, চৌবাড়ীয়া আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ, কুশখালী আহ্ছানিয়া শিমনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা সভা, নলতা শানপুকুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উদযাপন, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের সম্প্রসারিত কার্যক্রমের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার, মিলাদ শরীফ, দিনব্যাপী চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন এতিমখানার উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের রচনা সম্বলিত পত্রিকা প্রকাশ, নলতা আহ্ছানিয়া মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের উদ্যোগে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও রক্তদান কর্মসূচি, অস্ট্রেলিয়া আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে টেলিভিশন টকশো, চণ্ডীপুর আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আলোচনা ও মিলাদ শরীফ, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা, খুলনা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে জন্মসার্ধশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ, জাতীয় পত্রিকায় পৃষ্ঠাব্যাপী ক্রোড়পত্র প্রকাশ ও নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) স্থানীয় বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। তিনি কলকাতার লন্ডন মিশনারী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হুগলী কলেজ থেকে ১৮৯২ সালে এফ. এ পরীক্ষা পাসের পর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৯৪ সালে বি.এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করার পর ১৯০৪ সালে হেডমাস্টার পদে নিযুক্তি পান। ১৯১৯ সালে তিনি ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা সার্ভিসেস (আইইএস) অন্তর্ভুক্ত হন। তিনিই ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম ব্যক্তি, যিনি বাংলা ও আসাম সরকারের সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে তিনি সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। পরে কলকাতা থেকে নিজ গ্রাম নলতায় ফিরে আসেন এবং ১৯৩৫ সালে সেখানে 'সমগ্র মানবসমাজের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সেবার' মহান ব্রত নিয়ে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ অনেক মিশন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকায় ১৯৫৮ সালে ৯ ফেব্রুয়ারিতে তিনি 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ আবেদনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ১৯১১ সালে খানবাহাদুর উপাধি লাভ করেন। পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে রোল নম্বর লেখার রীতি প্রবর্তন করেন তিনি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ আবেদনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ১৯১১ সালে খানবাহাদুর উপাধি লাভ করেন। পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে রোল নম্বর লেখার রীতি প্রবর্তন, অসংখ্য মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, ফুলার হোস্টেল, বেকার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ইত্যাদি ছাত্রাবাস স্থাপন, স্কুল কলেজে মুছলমান শিক্ষার্থীদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারণ, টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলমান সদস্য নিয়োগ মুসলমান লেখকদের লিখিত বইপত্র পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচন ইত্যাদি তাঁর অসংখ্য অমূল্য কীর্তির কয়েকটি উদাহরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনিই ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত মখদুমী লাইব্রেরি ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ-এর প্রতিষ্ঠাতা।

মো. সাইফুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

নিজের তৈরি হাত পাখা প্রদর্শন করছেন ময়মনসিংহের গফরগাঁও-এর বিলকিস

হাত পাখায় ফিরেছে বিলকিসের ভাগ্য

রাশেদ রাব্বী

হাত পাখা বানানোর কাজ শিখেছিলেন শৈশবে। শেষ পর্যন্ত সেই পাখাতে ভর করেছে জীবনের চাকা।

গ্রামের নাম মূখী। ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার অন্তর্গত এই গ্রাম। এখানকার সব মানুষের জীবিকার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে 'হাত পাখা'। গ্রামের প্রতিটি ঘরেই তৈরি হয় বাঁশ ও কাপড়ের পাখা। সুই-সুতোয় গাঁথা নকশি পাখা, স্কিন প্রিন্টে ছাপানো রঙিন কাপড়ের পাখা। এই পাখার শীতল বাতাস যেমন অনেকে প্রাণ জুড়ান, তেমনি ফিরেছে মূখী গ্রামের মানুষের ভাগ্য।

এই বিষয়ে কথা হয়, বিলকিস বেগমের সাথে। এক সময় ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন-যাপন করলেও পাখা তৈরি করে ফিরেছে তার ভাগ্য। এখন তিনি স্বাবলম্বী, জীবন-যাপানে স্বচ্ছলতার ছাপ। বিলকিস জানান, বছর দুয়েক আগেও তার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না। বেঁচে থাকার জন্য স্বামী, সন্তান নিয়ে ঢাকায় কাজ করেছেন। কিন্তু দুজনে মিলে আয় করেও চলতে পারতেন না। তবে হাত পাখা বানানোর কাজ শিখেছিলেন শৈশবে। শেষ পর্যন্ত সেই পাখাতে ভর করেছে জীবনের চাকা। এক বছরে প্রায় তিন লাখ পাখা উৎপাদন ও বিক্রি করেন তিনি। এই কাজে তাকে সহায়তা করছে আরো দশ জন নারী। যারা প্রতিদিন গড়ে এক হাজার পাখা তৈরি করেন। এতে করে মাসে প্রায় ত্রিশ হাজার পাখা তৈরি হয় তার উঠানে। সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশালের ব্যবসায়ীরা তার বাড়ি থেকে পিকাপ ভর্তি করে নিয়ে যায় পাখা।

বিলকিস জানান, হাতল ছাড়া একটি পাখা তিনি বিক্রি করেন ২৫ থেকে ৫০ টাকায়। পাখার হাতলগুলো আলাদা বিক্রি হয় শ' হিসেবে। রং বেরংয়ে কাপড়ের ওপর নানা বর্ণের সুতোয় নকশা করা পাখাগুলো বিক্রি হয় গড়ে ৫০ টাকায়। বিশেষ নকশার পাখা হলে

সেগুলোর দাম পড়ে ৬০ টাকা। অন্যদিকে কাপড়ের ওপর স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজাইনের পাখাগুলো বিক্রি ২০ থেকে ২৫ টাকায়। একশ পাখা তৈরির মজুরি হিসেবে একজন কর্মী পান ৮০০ টাকা। তার দশজন কর্মী এভাবে পাখা তৈরি করে মাসে আয় করেন ২০ থেকে ২৪ হাজার টাকা। যেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে একজন গার্মেন্টস কর্মী বেতন পান মাত্র ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা।

বিলকিস জানান, মাত্র দু'বছর আগেও তিনি একাই পাখা তৈরি করতেন। টাকার অভাবে ব্যবসায়ীদের অর্ডার নিতে পারতেন না। এমন সময় তার পাশে দাঁড়ায় ডাম ফাউন্ডেশন। ২০২১ সালের মার্চে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হন। পরে এখান থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে পাখার ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। এতেই ঘুরতে শুরু করে তার ভাগ্যের চাকা। এই টাকা পরিশোধ করে তিনি ডাম ফাউন্ডেশন থেকে এক লাখ টাকা ঋণ সুবিধা পান। তারপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সেই টাকা দিয়ে স্কিন প্রিন্টের একটি সেট কিনেছেন। নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদীর কাপড়ের বাজার থেকে স্বল্প দামে কিনে এনেছেন এক বছরের পাখা তৈরির কাপড়। আগে পাখার কাঠামো তৈরির বাঁশ কিনতেন একটি দু'টি করে। কিন্তু এবার তিনি পুরো একটি বাঁশ বাগান কিনে রেখেছেন। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেও তিনি প্রায় পাঁচ হাজার পাখা বিক্রি করেছেন। এখনও চলছে অর্ডারের কাজ। চরমোনাই পীরের স্লোগান সম্বলিত ১০ হাজার পাখা তৈরির কাজ চলছে। বিলকিসের বাড়িতে পাখা তৈরি যেন একটি উৎসব। তার দশ বছরের প্রতিবন্ধী মেয়েও প্রতিদিন সবার সাথে বসে পাখা বানায়। ছেলেকে ভর্তি করিয়েছেন স্কুলে।

বিলকিস বলেন, আগে তার স্বামী দিন মজুরের কাজ করতেন। এখন পাখা তৈরিতে সাহায্য করেন। পাখা বিক্রির টাকা দিয়ে গরু কিনেছেন। টিনের ঘর তুলেছেন তিনটি। একটিতে নিজেরা থাকেন একটি পাখার সরঞ্জাম রাখা হয়, অরেকটি গরু রাখার জন্য। বিনোদনের জন্য কিনেছেন ৫০ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি। খাবার সংরক্ষণের জন্য আছে ফ্রিজ। এখন তার স্বপ্ন বাড়িটি পাকা করবেন, বাড়াবেন ধানী জমির পরিমানও, পাখার কাঁচামাল আনা নেওয়া করতে কিনবেন একটি পিকাপ।

কথা হয় বিলকিসের পাখা কর্মী রিমা, পাপিয়া, লাভলী, হাসি ও লাকির সঙ্গে। তারা জানান, পাখার কাজ করে তারাও স্বাবলম্বী। এক সময় গার্মেন্টেসে সকাল সন্ধা কাজ করতেন সাত থেকে আট হাজার টাকার জন্য। এখন সকালে নাস্তা করে পাখা তৈরি শুরু করেন, দুপুরে বাড়িতে গিয়ে রান্না-বান্না করেন, সন্তানের দেখভাল করে আবার বিকেলে এসে পাখা বানান। এতেই তারা মাসে ২০ হাজার টাকা বেশি রোজগার করেন। তারা ভালো আছেন।

ময়মনসিংহের ভালুকা বাস স্টান্ড থেকে পূর্ব-পশ্চিমে যে সড়কটি চলে গেছে সেটি ধরে কিছুটা এগোলেই মূখী গ্রাম। গ্রামের শান্ত সুনিবিড় ছায়া-শীতল পথ ধরে চলতেই দেখা হয় মোরশেদ আলীর সঙ্গে। তিনিও এই গ্রামের বাসিন্দা। মোরশেদ জানান, এই গ্রামের প্রায় চল্লিশটি ঘরে পাখা তৈরি হয়। এই গ্রামেই বছরে তৈরি হয় ১০ থেকে ১২ লাখ পাখা। যেগুলো পৌঁছে যায় ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশালের গ্রামে-গঞ্জে, মানুষের হাতে হাতে।

গ্রামবাসী জানান, গ্রীষ্মকাল ছাড়াও আশ্বিন, কার্তিক, চৈত্রসহ কয়েক মাসে প্রচণ্ড দাবদাহ এবং ভ্যাপসা গরম পড়ে। গরমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মচাঞ্চল্যও বাড়ে 'মূখী গ্রাম'-এর মানুষদের। এ সময় বাঁশের ফ্রেমের ওপর নকশি কাপড় দিয়ে তৈরি পাখার চাহিদা বেড়ে যায় বহুগুণ। পাখা বানিয়ে অনেকের সংসারে ফিরেছে স্বচ্ছলতা। এই কাজে গ্রামের নারীরাই মূখ্য ভূমিকা পালন করছেন।

নিজের তৈরি হাত পাখা তৈরি করছেন ময়মনসিংহের গফরগাঁও-এর বিলকিস

প্রসঙ্গত, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ঢাকা আহছানিয়া মিশন (ডিএএম) এর একটি বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। ২০১৪ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত এই ফাউন্ডেশন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে।

রাশেদ রাব্বী, বিশেষ প্রতিবেদক, দৈনিক আমাদের সময়

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা: নিম্নমানের হেলমেট ঝুঁকিতে জীবন

তরিকুল ইসলাম

রাজধানীসহ সারাদেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একাধিক মৃত্যুর খবর আসছে প্রায় প্রতিদিন। এসব দুর্ঘটনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আরোহীর মাথায় হেলমেট থাকলেও তাদের জীবন রক্ষা হচ্ছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে মানসম্মত হেলমেট। আমরা হেলমেট পরছি কিন্তু সেটা নিম্নমানের হেলমেট। জীবন রক্ষা করার জন্য নয়, শুধুমাত্র পুলিশের মামলা থেকে বাঁচতেই আমরা নামমাত্র হেলমেট ব্যবহার করে সড়কে নামছি। যা সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের মৃত্যুর ঝুঁকিতে রাখছে।

সড়ক ও পরিবহন বিশেষজ্ঞদের তথ্যানুযায়ী চার চাকার বাহনের তুলনায় মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনার ঝুঁকি ৩০ গুণ বেশি। হতাহতের সংখ্যা বাস দুর্ঘটনায় বেশি হলেও দুর্ঘটনার দিকদিয়ে মোটরসাইকেলই এগিয়ে।

সড়ক পরিবহন আইন অনুযায়ী, মোটরসাইকেলে যাত্রী থাকলে চালকসহ দু'জনকেই হেলমেট পরতে হবে। এ নিয়ে কড়াকড়ি আরোপের পর মোটরবাইক রাইডারদের অতিরিক্ত হেলমেট বহন করতে দেখা যায়। তবে প্রশ্ন উঠেছে, হেলমেটের মান নিয়ে। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে জীবন রক্ষার জন্য হেলমেট পরায় বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা দাঁড়িয়েছে 'নিয়মরক্ষার'। বিশেষ করে আরোহীর মাথায় যে হেলমেট, তাতে জীবনের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। আরোহীর মাথায় হেলমেট থাকে হালকা এবং নিম্নমানের। এ ধরনের হেলমেট ব্যবহারে উদ্দেশ্য সাধনতো হচ্ছেই না বরং ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলছে, ঈদে মোটরাইকেলে বাড়ি যাওয়ার সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। গত রোজার ঈদে যে যেভাবে পারছে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরেছে। আর বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর কারণে দুর্ঘটনা বেড়েছিলো।

গত ঈদের আগে এবং পরের ১৫ দিনে সবচেয়ে বেশি ঘটেছে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা। ১৬৪টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৪৫ জন নিহত হন। আহত হন ১১০ জন। মোট দুর্ঘটনার ৪৪ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ ছিল মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা। নিহত ব্যক্তিদের ৩৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ ও আহত ব্যক্তিদের ১৩ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার। একটা সময় মোটরসাইকেল আরোহীরা হেলমেট ব্যবহার করতেন না। তবে ২০১৮ সালের সড়ক পরিবহন আইনের 'কারাদন্ড' ও 'জরিমানা' এড়াতে দুই-তিন বছর ধরে পাল্টে গেছে সেই চিত্র। চালক ও আরোহীদের অধিকাংশই এখন হেলমেট পরছেন; কিন্তু হেলমেট পরার হার বাড়লেও কমেনি দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

নিম্নমানের হেলমেট ব্যবহারে যাত্রীদের সুরক্ষায় কতটুকু ভূমিকা রাখবে জানতে চাওয়া হলে একাধিক বাইক চালকরা জানান, এ হেলমেটগুলো নেয়ার একটা কারণ, কম দামে পাওয়া যায়। ভালো হেলমেট থাকলে চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে বেশি। আবার অনেক যাত্রী আছে বড় হেলমেট পরতে চায় না। হাতে নিয়ে বসে থাকেন। এর কারণে অনেকেই মামলা খেয়েছে। আবার অনেকেই বলে বড় হেলমেট পড়লে গরম লাগে। তাই হালকা হেলমেট ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে গেছে।

কিছুদিন আগেও রাস্তাঘাটে খুব বেশি মোটরসাইকেল দেখা যেতো না। কিন্তু সম্প্রতি সড়কে হু হু করে মোটরসাইকেল বেড়ে গেছে। খোদ রাজধানী ঢাকার সড়কের দিকে তাকালে এমনটিই মনে হবে। তবে শুধু রাজধানী নয়, সারাদেশেই মোটরসাইকেল চালানো বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনাও বাড়ছে। তার বাস্তব রূপ দেখা যায় গত রোজার ঈদে। গত ঈদে ঘরমুখী মানুষ দুই লাখ মোটরসাইকেলে চেপে বসে।

গত রোজার ঈদে মোটরসাইকেলে চেপে যারা ঈদ করতে বাড়ি গেছেন এবং ঈদ উদযাপন শেষ করে কর্মস্থলে ফিরেছেন, তাদের মধ্যে অনেকে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত হন।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের (এআরআই) সর্বশেষ গত ২০২১ সালের এক যৌথ গবেষণায় দেশে মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীদের হেলমেট ব্যবহারের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। গবেষণাপত্র থেকে জানা গেছে, দেশের সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যুর ৮৮ শতাংশই মারা যাচ্ছেন হেলমেট না পরার কারণে। আর হেলমেট পরিহিত অবস্থায় মারা যাচ্ছেন ১২ শতাংশ চালক-আরোহী। অথচ দেশে মোটরসাইকেল চালক-আরোহীদের হেলমেট ব্যবহারের প্রবণতা খুবই কম।

পরিশেষে বলা জরুরি, যে হারে মোটরসাইকেল সড়কে নামছে এবং দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যাচ্ছে, এতে সরকারের দায়িত্বশীলরা সড়কে দুর্ঘটনারোধে আরো বেশি গুরুত্ব দেয়া জরুরি। এদিকে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের তুলনায় গতবছর মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ৫০ শতাংশ এবং প্রাণহানি ৫১ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু এর প্রতিকার ও হেলমেটের মান যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই দেশের কোনো সংস্থার। মাথায় হেলমেট থাকলে সড়কে ট্রাফিক পুলিশ থেকে বাঁচা যায় এটাই বিবেচনায় থাকে আগে। হেলমেট ভালো না মন্দ তা বিবেচনা করা হয় না।

একটি ভালো হেলমেট কমাতে পারে দুর্ঘটনায় হতাহতের আশঙ্কা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, যথাযথভাবে হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনা মৃত্যুঝুঁকি ৪০ শতাংশ কমে যায়। আর জখম থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায় ৭০ শতাংশ ।

হেলমেটের কারণে দেশে মৃত্যুর যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তা রোধে সরকারের দায়িত্বশীলরা যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া এখনই জরুরি। হেলমেটের মান যাচাইয়ে সরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগ নিতে হবে। মানহীন অনিরাপদ হেলমেট ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাজারে ভালো হেলমেট নিশ্চিত করতে হবে। যাতে নিম্নমানের সস্তা হেলমেট বিক্রি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তরিকুল ইসলাম, এ্যাডভোকেসি অফিসার, কমিউনিকেশন, রোড সেফটি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের কর্মকর্তাবৃন্দ

মিরপুরে বিশ্ব হার্ট দিবস উদযাপন

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এএফএম গোলাম শরফুদ্দিন। মিরপুর ক্যান্সার হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. সুব্রত মিস্ত্রী বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে হৃদরোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করেন। পরে একটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে হাসপাতালের ডাক্তার, কনসালটেন্ট, নার্স, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর হতে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী ফ্রি ইসিজি, ফ্রি ডাক্তার ভিজিট এবং স্বল্পমূল্যে এক্সিকিউটিভ কার্ডিয়াক চেক-আপ প্যাকেজের বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম বলেন, বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে মিরপুর ক্যান্সার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খুবই গোছানো একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও ফ্রি ইসিজি সুবিধা নিয়ে জনসেবায় এগিয়ে আসছে যা প্রশংসাযোগ্য। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী।

ফ্রি ইসিজি করানোর মাধ্যমে বিশ্ব হার্ট দিবসের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
ডামের প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের জন্য দিনব্যাপী ফ্রি ব্লাডসুগার চেক-আপ

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের উদ্যোগে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে ১৪ নভেম্বর ২০২২ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ডায়াবেটিস রোগের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এন্ড ব্লাডসুপার চেক-আপ কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়। দিনব্যাপী আহ্ছানিয়া মিশনের হেড অফিসের প্রায় ৯০ জন স্টাফ ও কর্মকর্তাদের খালি পেটে ফাস্টিং ব্লাডসুগার এবং খাবারের ২ ঘণ্টা পর পুনরায় ব্লাডসুগার চেক করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে সকলকে রক্তে শর্করার মাত্রা জানিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ এফএম গোলাম শরফুদ্দিন এবং সকল শ্রেণির কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে মানুষের মাঝে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। বিভিন্ন আসক্তির প্রতিরোধের ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। নিজের এবং পাশের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

১ নভেম্বর, ২০২২ বসুন্ধরা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের ইয়ুথ ফর হেল্‌থ এন্ড ওয়েলবিয়িং এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখার উপায় এবং সকল ধরনের আসক্তি-এর লক্ষণ প্রতিরোধের উপায় নিয়ে এক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম ইসমাইল হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, বয়সন্ধিকালে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন অত্যাবশ্যক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব হেলথ্ এন্ড লাইফ সাইন্সের ডীন ড. হাসান মাহমুদ রেজা।

এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল হেল্‌থ ইন্সিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. এজাজ বিন শরীফ। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক ইন্সটিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ। এ কার্যক্রমে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ২শত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ড. দীপক কুমার মিত্র।

রিকভারি গেট-টুগেদারে বক্তারা:

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কমিয়ে মাদকমুক্তদের অনুপ্রাণিত করতে হবে

মাদক থেকে মুক্ত রিকভারি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা

সেপ্টেম্বর মাসকে সারা বিশ্বে রিকভারি মাস হিসেবে উদযাপন করা হয়। মাদক গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি পরিবার ও সমাজের নেতিবাচক মনোভাব পোষণ পুনর্বাসন ও চিকিৎসায় প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই মাস উদযাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য রিকভারি কমিউনিটিকে অনুপ্রাণিত করা যাতে করে তারা তাদের রিকভারি জীবনের এই চলমান প্রক্রিয়ায় নিজেদের কে একা না ভাবে, তারা তাদের রিকভারি হওয়ার বিষয়ে লজ্জা বা সংকোচ বোধ না করে। সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও বৈষম্য কমানোর মাধ্যমে রিকভারীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক রিকভারি মাস উদযাপন ২৭ অক্টোবর, ২০২২ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ধানমন্ডি প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে মাদক থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত রিকভারি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

এবারের রিকভারি মাসের প্রতিপাদ্য "এভরি পার্সন, এভরি ফ্যামেলি, এভরি কমিউনিটি"।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক মো: সাজেদুল কাইয়ুম দুলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহা পরিচালক মো: আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) মো: মাসুদ হোসেন, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক পরিচালক অধ্যাপক ডা: বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ও মালয়েশিয়ার সোলেস মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রেম কুমার। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আবাসিক মনোচিকিৎসক ডা. রাহানুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

বিশ্ব এইডস দিবস পালিত

মরণব্যাধি এইডসকে রুখতে বিশ্ব সচেতনতা গড়ে তুলতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টরে বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়েছে। ১ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রাজধানীর শ্যামলীস্থ স্বাস্থ্যসেক্টরের অফিস থেকে অনুষ্ঠানমালা শুরু করে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেষ হয়। এসময় বাংলাদেশের একমাত্র নারী মাদক নিরাময় কেন্দ্র-আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি ও চিকিৎসা পুনর্বাসন কেন্দ্র এই দিবসটি উদযাপন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেক্টরের স্ট্যান্ডিং র‍্যালিতে অংশ নেয়। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেক্টরের আওতাভুক্ত সকল প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব জেলার সিভিল সার্জনের অফিস কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালি এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করে।

পাঠ্যপুস্তকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রাথমিক ধারণা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে

সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং স্টিগমাকে দূরে সরিয়ে রেখে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের অধীনে মনোযত্ন আউটডোর কাউন্সিলিং সেন্টারের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে বক্তারা এসব এ কথা বলেন।

ওয়েবিনারে বক্তারা আরো বলেন, আত্মহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধকল্পে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং শিশু, তরুণ, নারী এবং বয়োবৃদ্ধদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিতকল্পে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার সাথে সমন্বয় করে মানুষের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। এবং কিভাবে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে সার্বজনীন করে গ্রাম, উপশহর ও উপজেলাভিত্তিক করা যায় এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে হবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের সিনিয়র সাইকোলজিস্ট এবং মনোযত্ন আউটডোর কাউন্সিলিং সেন্টারের ফোকাল রাখী গাঙ্গুলীর সঞ্চালনা ও পরিচালনায় উক্ত ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সিটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর সমাজ মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. হামিদা আখতার বেগম এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমান।

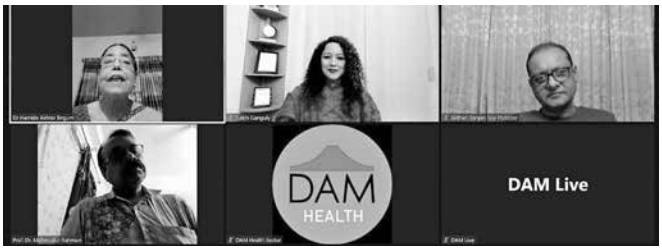

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওয়েবিনারে বক্তারা

মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্য হল "সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ভাল থাকাই হোক বৈশ্বিক অগ্রাধিকার"

এএমসিজিএইচ মিরপুর ও আইডিয়াল কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় স্তন ক্যান্সার সচেতনতা সেমিনার

মিরপুরের আইডিয়াল কলেজে স্তনক্যান্সার সচেতনতা সেমিনার

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (এএমসিজিএইচ), মিরপুর এবং আইডিয়াল মহিলা কলেজের যৌথ উদ্যোগে ১৩ অক্টোবর ২০২২ মিরপুরস্থ আইডিয়াল মহিলা কলেজ সেমিনার কক্ষে বিশ্ব ব্রেস্ট ক্যান্সার দিবস উপলক্ষ্যে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে করপোরেট পার্টনার হিসেবে উপস্থিত ছিল এসকেএফ অনকোলজি। স্তন ক্যান্সার সচেতনতা সভায় সভাপতিত্ব করেন আইডিয়াল মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মালেকা পারভীন সীমা। অনুষ্ঠানে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের অনকোলজি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট এন্ড বিভাগীয় প্রধান ডা. ইসলাম চৌধুরী। সভার শুরুতে সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, ব্রেষ্ট ক্যান্সার রোগ, রোগের কারন এবং নিরাময় প্রভৃতি ধারণাগুলো আমাদের নিকট এবং শিক্ষার্থীদের নিকট একেবারে নতুন। আশা করি সচেতনতা সভা শেষে ব্রেস্ট ক্যান্সার বিষয়ে সবাই সতেচন হবে এবং ফ্রি স্ক্রিনিং এর সুযোগ নেবে। মূল আলোচক ব্রেষ্ট ক্যান্সার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, চিকিৎসা এবং আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরে কি কি বিশেষ ধরনের ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। ডা. ইসলাম চৌধুরী নিয়মিত স্ক্রিনিং, নিশ্চিত সুরক্ষা এর উপর জোর দেন এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার মাস উপলক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরে যাবতীয় চিকিৎসাসেবা যেমন ফ্রি ব্রেস্ট স্ক্রিনিং, যাবতীয় টেস্টের উপর ডিসকাউন্ট-এর সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান। এরপর তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে স্তন ক্যান্সার বিষয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পরবর্তীতে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে যারা ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতার উপর ১০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কার দেয়া হয়। সভার সভাপতি অধ্যক্ষ মালেকা পারভীন সীমা উপস্থিত সকলকে এবং মূল প্রাবন্ধিক আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের অনকোলজি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট এন্ড বিভাগীয় প্রধান ডা: ইসলাম চৌধুরীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সপ্তাহব্যাপী চালকদের বিনামুল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষার কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংসদ সদস্য রওশন আরা মান্নান

নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে চালককে সুস্থ্য থাকতে হবে: রওশন আরা মান্নান

নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে প্রত্যেক চালককে শারীরিক ও মানষিকভাবে সুস্থ্য থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি রওশন আরা মান্নান এমপি। তিনি বলেন, যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর পিছনে চালকদের ভূমিকা অন্যতম। যদি চালক অসুস্থ্য থাকে তাহলে ওই যানবাহনের যাত্রীরাও অনিরাপদ থাকে। তাই প্রত্যেক চালকের উচিৎ অসুস্থ্য অবস্থায় যানবাহন না চালানো।

২৬ অক্টোবর, ২০২২ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপদ সড়ক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে এবং লায়ন্স ক্লাব অব ওয়েসিস ও আরবান প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী চালকদের বিনমূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষার কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন রওশন আরা মান্নান এমপি।

তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বর্তমান সরকারের সময়ে সড়কে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তাই সড়কে দরকার সাবধানতা অবলম্বন করে যানবাহন চালানো। যাতে সড়কে কোনো প্রকার দুর্ঘটনা না ঘটে। চালকরা অসুস্থ্যতাবোধ করলে সাথে সাথে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হবে।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা বাস-ট্রাক ওনার্স গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের উপ-পরিচালক মোখলেছুর রহমান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গাবতলী বাস টার্মিনালের সহকারী ব্যবস্থাপক মো: জাহিদ হাসান, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক মো: আশ্রাফ ও আরবান প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের মেডিকেল অফিসার ডা: নুসরাতসহ পরিবহন মালিক সমিতির কর্মকর্তা, চালক ও কর্মচারীরা। সপ্তাহব্যাপী চালকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা কর্মসূচি গাবতলী বাস টার্মিনালে ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১ নভেম্বর শেষ হয় এবং সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে ৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় ৩ নভেম্বর।

গরীব দুস্থ ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা সহায়তায় সাপোর্ট ফোরামের অনুদান

৭ নভেম্বর ২০২২, গরীব দুস্থ ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা সহায়তায় আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালকে ৫ লাখ ১১ হাজার বাইশ টাকার ১টি চেক প্রদান করে। আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের প্রতিনিধি গোলাম মোর্শেদ ভূইয়াকে আহ্ছানিয়া মিশনের মাসিক সমন্বয় সভায় সদস্যদের উপস্থিতিতে চেকটি হস্তান্তর করেন।

উক্ত হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশনের সহসভাপতি কাজী শরীফুল আলম , সাধারণ সম্পাদক আফম গোলাম শরফুদ্দীন, নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপদেষ্টা ও সাপোর্ট ফোরামের সহসভাপতি মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ্সহ অন্যান্যরা।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালের প্রতিনিধির কাছে চেক হস্তান্তর করছেন আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

উল্লেখ্য যে, আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালকে গরীব দুস্থ ক্যান্সার রুগীদের চিকিৎসার্থে ২০ লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করার জন্য গত ২৭ আগস্ট ২০২২ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। উপরোক্ত অর্থ হতে এই টাকা প্রদান করা হয়।

ইতোপূর্বে ৮ অক্টোবর ২০২২, ৮০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)কে ২০ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে।

রাজধানীর পাইকপাড়ায় অবস্থিত কেএনএইচ আহ্ছানিয়া মিশন দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্র পরিচালনায় নভেম্বর ২০২১ হতে এ পর্যন্ত আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম মাসিক ১ লক্ষ টাকা প্রদান করে আসছে। পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী (পথশিশু) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে এবং এর আওতায় এ যাবৎ ৮,৬০,০০০/- টাকা বিতরণ করেছে।

চেক প্রদান অনুষ্ঠানে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম এবং সাপোর্ট ফোরাম সহসভাপতি ও মিশনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ সভায় উপস্থিত সুধীমন্ডলীকে আহ্ছানিয়া মিশনের মানবিক কার্যাবলী সম্মন্ধে সমাজের সর্বসাধারণকে অবহিতকরণের জন্য বিনীত অনুরোধ করেন।

৫৭০ গণপরিবহন চালককে প্রশিক্ষণ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধিত-২০১৩)-এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথোরিটি-বিআরটিএ'র উদ্যোগে ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের সহযোগিতায় রাজধানীর জোয়ার সাহারা বিআরটিসি বাস ডিপোতে নভেম্বর'২২-এর ২, ১৬ ও ২৩ তারিখ তিনধাপে মোট ৫৭০ জন গণ-পরিবহনচালককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। 'পেশাজীবী চালকদের পেশাগত দক্ষতাও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ' শিরোনামে আয়োজিত প্রশিক্ষণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষতি বিষয়ক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়।

ই-সিগারেট বন্ধের বিকল্প নেই

আগামী প্রজন্মকে তামাক ও ই সিগারেটের ভয়াল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে ই-সিগারেটের আমদানী, বিপণন ও বিক্রয় বন্ধ করতে হবে পাশাপাশি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ। ১ ডিসেম্বর ২০২২ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা জানান তিনি।

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ

তপন কান্তি ঘোষ আরো জানান, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা' থেকে সিগারেটকে বাদ দিতে কমিটি গঠন করেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগম। আরো উপস্থিত ছিলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হোসেন আলী খোন্দকার।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মালেকা খায়রুন্নেছার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াস সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আহছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাসব্যাপী ক্যাম্পেইন কর্মসূচিতে

সড়ক পরিবহন বিধিমালার দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি

মাসব্যাপী সড়ক নিরাপত্তা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়ন করতে হলে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন বিধিমালার দ্রুত জারি ও বাস্তবায়ন। এ বিষয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

২৫ অক্টোবর, ২০২২ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কর্যালয়ের মিলনায়তনে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২২' ও 'ওয়ার্ল্ড ডে অব রিমেম্বারেন্স ফর রোড ট্রাফিক ভিকটিমস-২০২২' উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে মাসব্যাপী ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ.বি.এম আমিন উল্লাহ নুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সাবিহা পারভীন এবং গ্লোবাল হেলথ্ এডভোকেসী ইনকিউবেটরের বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর ড. শরিফুল আলম। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এ.বি.এম আমিন উল্লাহ নুরী বলেন, সড়কে সরকারি নির্দেশনা মেনে চললে দুর্ঘটনা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। আমরা সড়কে আর দুর্ঘটনা দেখতে চাইনা। সড়ক হোক নিরাপদ। এমন কোনো দিন নেই, এমন কোন সময় নেই যে দিনে বা রাতে আমাদের দেশের সড়ক ও মহাসড়কগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে না এবং সড়কে ও মহাসড়কে আহতদের আর্তনাদ আর নিহতদের পরিবার পরিজনের বুক ভরা কান্না যে কোনো মানুষকে কাঁদিয়ে ছাড়ছে। আমরা একটু সচেতন হলেই সড়ক হবে নিরাপদ। এজন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনারোধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সচেতনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সাবিহা পারভীন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাসব্যাপী কার্যক্রমে যেকোনো সহযোগিতায় ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কতৃপক্ষ পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দেন।

অন্যদিকে বিশেষ অতিথি ড. শরিফুল আলম সড়ক পরিবহন আইনের বিধিমালা দ্রুত জারি ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের বিস্তারিত আলোচনায় বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৫ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার ও মৃত্যু বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম

প্রশিক্ষণ শেষে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সাংবাদিকদের লেখালেখির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিরাপদ সড়ক তৈরিতে যেসব বাধা আছে সেগুলো দুর করা সম্ভব। তাই সড়ক নিরাপদ করতে সাংবাদিকদের আরো এগিয়ে আসতে হবে। গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ (জিআরএসপি) এবং গ্লোবাল হেল্থ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটর (জিএইচএআই) এর সহযোগিতায় ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে রোড সেইফটি রিপোর্টিং বিষয়ক দুইদিন ব্যাপী কর্মশালার শেষ দিনে এসব কথা বলেন প্রশিক্ষকরা। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ২০২২ সাভারের আশুলিয়ার সিসিডিবি হোপ ফাউন্ডেশনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রশিক্ষকরা আরো বলেন, দেশের সড়কে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু রোড ক্রাশের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সড়ক যত উন্নত হচ্ছে যানবাহনের গতি ততই বাড়ছে সেই সাথে ঘটছে মর্মান্তিক রোড ক্রাশ। এসব রোড ক্রাশরোধে দরকার সচেতনতা। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গ্লোবাল রোড সেইফটি অ্যাডভোকেসি এন্ড গ্রান্টস প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান, জিএইচএআই'র কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর ড. শরিফুল আলম, বিএনএনআরসি'র সিইও এ.এইচ.এম বজলুর রহমান, বাংলাভিশন টিভির সিনিয়র নিউজ এডিটর আবু রুশদ মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বুয়েটের এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এআরআই) সহকারী অধ্যাপক শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই-রাব্বী। উক্ত কর্মশালায় দেশের শীর্ষ স্থানীয় ২০টি গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে সাংবাদিকদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

উত্তরায় আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে লংকাবাংলা ফাউন্ডেশনের অনুদান প্রদান বিষয়ক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল

ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনে লংকাবাংলা ফাউন্ডেশনের অনুদান

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে আধুনিক মানসম্পন্ন ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনে অনুদান দিয়েছে লংকাবাংলা ফাউন্ডেশন। ১৪ ডিসেম্বর, বুধবার উত্তরায় হাসপাতালটির সম্মেলন কক্ষে ১ কোটি ২৯ লাখ টাকা অনুদান প্রদান বিষয়ক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। প্রথম পর্যায়ে ৫০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট ও আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম এবং লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খাজা শাহরিয়ার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে হাসপাতালটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও স্বনামধন্য ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী (এমবিবিএস, এফসিপিএস, ডিএমআরটি) উপস্থিত ছিলেন।

লংকাবাংলা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের সহযোগিতায় কিডনি রোগের চিকিৎসার্থে হাসপাতালটিতে একটি আধুনিক মানসম্পন্ন ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হবে। আইসিইউ সুবিধাসহ ছয়টি শয্যা স্থাপনে যাবতীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে লংকাবাংলা ফাউন্ডেশন।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিজয় দিবস উদযাপন

'আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' গাজীপুর সেন্টারে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসটিতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যেমন সকল স্টাফ ও ক্লায়েন্টদের উপস্থিতিতে সেন্টার ম্যানেজার সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সকলে জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। পরে বিজয় দিবসের দেয়ালিকা উন্মোচন করা হয়। ২০ জন রিকভারি স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। বিকেলে ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় এবং সন্ধ্যার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

তামাক বন্ধ হলে ৮০ লাখ মানুষ বেকার হবে, এটা সত্য নয়: তাজুল

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, তামাকের ব্যবহার জনস্বাস্থ্য, অর্থ ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তামাক ক্ষতি ছাড়া জীবনে কোনো অবদান রাখে না। স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সবার জানে। তাই, তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিহার করা অপরিহার্য।

তিনি বলেন, বলা হয় তামাক থেকে কোটি কোটি টাকা আয় হচ্ছে, কিন্তু সেটা স্বাস্থ্য ক্ষতির তুলনায় কিছুই না। তামাক চাষাবাদ ও তামাকপণ্য উৎপাদন বন্ধ হলে ৮০ লাখ মানুষ বেকার হবে, এটা সত্য নয়। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে কাজ করছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। তামাক নিয়ন্ত্রণে জন্য গাইডলাইন করা হয়েছে।

২৭ অক্টোবর রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়োজিত 'প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের ব্যবস্থা' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন মন্ত্রী।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, সময়ের সঙ্গে সব কিছুই পরিবর্তন হয়। আইনও পরিবর্তন হতে পারে। প্রণীত খসড়াটি যেন দ্রুত আইনে রূপান্তরিত হয় সে চেষ্টা করতে হবে।

বিশেষ অতিথি সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক বলেন, তামাকের কোনো ভালো দিক নেই। তামাক নিয়ন্ত্রণ করলে দেশের স্বাস্থ্যখাত ভালো থাকবে।

সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার বলেন, বাংলাদেশকে ২০৪০ সালে তামাক মুক্ত ২০৪১ সালের মধ্যে একটা উন্নত দেশ হিসেবে গড়তে চাই। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ আন্দোলন মানুষকে অধিক সচেতন করছে। আইন সংশোধন হলে এ আন্দোলন আরো ফলপ্রসূ হবে।

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন-এর উপর আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মো. সেলিম রেজা, প্রধান নির্বাহী (অতিরিক্ত সচিব), ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, আবদুস সালাম মিয়া, গ্রেন্ডস ম্যানেজার, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. জুবায়দুর রহমান, বাংলাদেশ রেল মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জালাল আহমেদ এবং দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম।

পথ ও কর্মজীবীশিশুদের বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে শিক্ষা সফর

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের 'অধিকার স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ' প্রকল্পের পথ ও কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাজীপুরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে ১৯ ডিসেম্বর ২০২২-এ শিশুদের নিয়ে এই শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। এতে চল্লিশজন শিশু অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষা সফরের দিন সকালে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, টিটিপাড়া রেল গেট ও জসিম উদ্দিন রোডের পথ ও কর্মজীবী শিশুরা কমলাপুর অধিকার বেজ অফিসে এসে একত্রিত হয়। সেখান থেকে বাসযোগে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয়। বাসে উঠেই শিশুরা সুশৃঙ্খলভাবে আসন গ্রহণ করে। বাস ছাড়ার আগেই তাদেরকে যাবতীয় নির্দেশনা জানিয়ে দেওয়া হয়। নিজেদের নিরাপত্তা কীভাবে বজায় রাখবে সে সম্পর্কে তাদেরকে জানানো হয়। কেউ যেন বাসের বাইরে হাত বা মাথা না দেয় সে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। প্রত্যেক শিশুর গলায় শিশুর নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম্বারসহ একটি নিরাপত্তা আইডি কার্ড দেওয়া হয় যাতে করে কোনো শিশু যেন হারিয়ে না যায়, বা হারিয়ে গেলেও যেন সহজেই সে খুঁজে পেতে পারে। বাস ছাড়ার পর শিশুদের আনন্দ শুরু হয় তারা গানে মেতে উঠে। আমরা করবো জয় গাইতে গাইতে তারা গান গাওয়া শুরু করে। একে একে অনেক গান গেয়ে আনন্দ করতে থাকে শিশুরা।

এরপর শিশুরা আবার আনন্দে মেতে ওঠে। সাফারি পার্কে পৌঁছাতেই তাদের মধ্যে যেন আনন্দের বাঁধ ভেঙে যায়। শিশুরা সমস্বরে উল্লাস করে ওঠে। প্রথমেই কোর সাফারিতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসে করে মুক্ত জীবজন্তু দেখে শিশুদের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। অনেক নতুন নতুন প্রাণীর সাথে পরিচয় ঘটে। আফ্রিকান বেবুন, জেব্রা, আফ্রিকান বিস্ট, নীলগাই, বাঘ, সিংহ নানান প্রাণী দেখে শিশুরা অনেক আনন্দ লাভ করে। খুব কাছ থেকে মুক্ত অবস্থায় বাঘ দেখে শিশুরা বেশি খুশি হয়।

এরপর শিশুদের দুপুরের খাবারের বিরতি দেওয়া হয়। সবাই মিলে একসাথে আনন্দের সাথে খাবার গ্রহণ করে শিশুরা। খাবারের পর কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে এবার সাফারি কিংডমে প্রবেশ করে শিশুরা। সেখানে নানান জাতের সুন্দর সুন্দর পাখি দেখা দিয়ে শুরু হয় তাদের দ্বিতীয় পর্বের ভ্রমণ।

কাকাতুয়া পাখি দেখে কর্মজীবী শিশু বিনা আক্তার বলে, এতদিন এই পাখির নাম শুনেছি শুধু। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডাম শিক্ষা ও টিভিইটি সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামান এবং কো-অর্ডিনটর ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্স শর্মিলা পারভীন এবং অধিকার প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্কে শিক্ষার্থীরা

বিজয়ের মাসে এসো মুক্তিযুদ্ধকে জানি

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক রাজধানীর কমলাপুর এলাকায় বাস্তবায়িত "অধিকার-স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ" প্রকল্পের পথ ও কর্মজীবী শিশুদের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা প্রস্ফুটন করতে 'বিজয়ের মাসে এসো মুক্তিযুদ্ধকে জানি' শীর্ষক একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ৫ ডিসেম্বর ২০২২ বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করা হয়। এতে কমলাপুর বেইজ, টিটিপাড়া ও কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকার ৪০ জন পথ ও কর্মজীবী শিশুরা অংশগ্রহণ করে।

কমলাপুর এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে পিঠা উৎসব

শীতকালীন পিঠা উৎসবে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের অধিকার স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের কমিউনিটির উদ্যোগে রাজধানীর কমলাপুর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর অধিকার প্রকল্পের বেজ অফিসে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

শীতের সকালে শিশুরা অনেক উৎসাহ নিয়ে অধিকার প্রকল্পের বেজ অফিসে এসে সমবেত হয়। সবাই মিলে পিঠা উৎসবের প্রস্তুতি নিতে থাকে। নিজেদের আয়োজনে শিশুরা সমাবেশ কক্ষ সাজিয়ে তুলে রঙিন কাগজ ও ফুল দিয়ে। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শিশুরা নিজেদের মনের আনন্দে পরিবেশন করে নাচ, গান, আবৃত্তি ও অভিনয়। সাংস্কৃতিক পর্বের পর অধিকার প্রকল্পের সিএমসি কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ খলিলুর রহমান পিঠা উৎসব আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি শিশুদের উদ্দেশে বলেন, এখন শীতকাল চলে। শীতের সময়ে আমাদের দেশের ঐতিহ্য হলো পিঠা।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিবিএল গ্রুপের মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষর

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিবিএল গ্রুপের মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহীর উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান ও ডিবিএল গ্রুপের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ভাইস চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহিম চুক্তিতে সই করেন।

এছাড়া চুক্তিতে সই করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে টেক্সটাইল বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. লাল মোহন বড়াল ও সহযোগী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিন। ডিবিএল গ্রুপের পক্ষে সই করেন জেনারেল ম্যানেজার কামরুল হাসান ও ওডি অ্যান্ড লার্নিংয়ের এজিএম আহমেদ তানভির আনাম। এ সময় টেক্সটাইল বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এ চুক্তির ফলে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের দুই মাসব্যাপী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টসহ কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১৫ সেপ্টেম্বর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিবিএল গ্রুপের মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় স্প্রিং-২০২২ সেমিস্টারের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্রিং-২০২২ সেমিস্টারের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএইচ খান অডিটরিয়ামে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ড. শাহজাহান মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিমেন্স ইউএসএ'র সিনিয়র প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার আশিফুর রহমান, আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

'ট্রিপল হিলেক্স অ্যাপরোস' কর্মশালা

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেলের মতো সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা কাজ করছে। এভাবে আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা এবং প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বে উন্নত দেশ হিসেবে জায়গা করে নেবে বাংলাদেশ। ১৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বুধ ও বৃহস্পতিবার দুই দিনব্যাপী 'ট্রিপল হিলেক্স অ্যাপরোস' বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন উপলক্ষ্যে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন। কর্মশালাটি আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, ডেনমার্কের ইউনিভার্সিটি অব সাউথদার্ন ও ডেনমার্ক অ্যাম্বাসির যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, ডেনমার্কের ইউনিভার্সিটি অব সাউথদার্ন ও ডেনমার্ক অ্যাম্বাসির যৌথ আয়োজনে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী 'ট্রিপল হিলেক্স অ্যারোস' বিষয়ক কর্মশালার সংবাদ সম্মেলন বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, প্রতি বছর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব শিক্ষার্থী পাস করছেন, তারা বেকার থাকছে না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশে শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেলের মতো বড় প্রকল্পে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কাজ করছেন। দেশের পাশাপাশি বিদেশেও এ ধরনের প্রকল্প নেয়া হলে এসব দক্ষ মানবসম্পদ কাজে লাগবে। আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ প্রযুক্তিকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আরবান স্টাডিজ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদ আরবান স্টাডিজ বিষয়ে মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদ ৫ নভেম্বর, শনিবার আরবান স্টাডিজ বিষয়ে এক মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর ড. মো. মাহবুবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলী, পরিবেশবিদ, অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকগণ ওই মুক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আরবান স্টাডিজ প্রোগ্রামের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমসাময়িক নগরায়ন ও নাগরিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয় এ সভায়। আলোচনা সভায় আবাসন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়োনিষ্কাশন, ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং, পলিসি ডিজাইন, কর্মপরিধি বৃদ্ধি, ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর ড. মো. মাহবুবুর রহমান গ্রামকে শহরে রূপান্তর করার পরিবর্তে গ্রামে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব পেশাজীবীকে একত্রে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়াটার এইড'র রিজিওনাল ডিরেক্টর ড. খাইরুল ইসলাম, স্থপতি পরিকল্পনাবিদ সালমা এ শফি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ ফজলে রেজা সুমন, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. কেজেডএইচ তৌফিক, বুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগের প্রধান প্রফেসর জাকিরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউআরপি বিভাগের প্রফেসর ড. গোলাম মইনউদ্দিন, ডিএনসিসির চিফ টাউন প্ল্যানার মাকসুদ হাসেমসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবী সমিতির প্রতিনিধিরা। এ আলোচনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে স্নাতকধারীদের শিক্ষাগত সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও আল-বোর্গ ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগ

সার্কুলার ইকোনমি ইন বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি প্রজেক্টের উদ্বোধন

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও আল-বোর্গ ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে 'সার্কুলার ইকোনমি ইন বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও আল-বোর্গ ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে 'সার্কুলার ইকোনমি ইন বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি প্রজেক্ট'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি মূলত ডেনমার্কের আল-বোর্গ ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় জুম অ্যাপসের মাধ্যমে যোগদান করে। ডেনমার্কে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন ডেনমার্কের উন্নয়ন ও সহযোগিতা মন্ত্রী ফ্লেমিং মোলার মর্টেনসেন। আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র সভাপতি ফারুক হাসান, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী। অনুষ্ঠানে অংশ নেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ, ড.এস. এম. খলিলুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রজেক্ট কো অর্ডিনেটর প্রফেসর ড. আমানউল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ'র ডিরেক্টর প্রফেসর মো. এ. মোমেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেসের প্রধান অধ্যাপক ড. শফিউল আলম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, অফিস প্রধান ও স্কুল অব বিজনেসের শিক্ষকরা।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফায়ার সার্ভিসের মহড়া অনুষ্ঠিত

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফায়ার সার্ভিসের মহড়া ৬ ডিসেম্বর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী উপস্থিত থেকে মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, অফিস প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। তেজগাঁও অঞ্চলের ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ ফায়ার সার্ভিস মহড়ায় অংশ নেন।

পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের একটি দৃশ্য

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে ‘ফুটবল টুর্নামেন্ট’ অনুষ্ঠিত

২০২২ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে ‘ফুটবল টুর্নামেন্ট’ অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শিশুনগরীতে বড় শিশুদের ৪টি দল নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড কাপ ও ছোট শিশুদের ৩টি দল নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন মিনি গোল্ডকাপ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বড় শিশুদের অংশগ্রহণকারী দলের নামগুলো হলো ব্রাজিল, জার্মানি, ইতালি ও আর্জেন্টিনা এবং ছোটশিশুদের অংশগ্রহণকারী দলের নামগুলো হলো রংপুর, চট্টগ্রাম ও ঢাকা। উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ১২ অক্টোবর ২০২২। প্রতিটি খেলা নক-আউট পর্বের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আহ্ছানিয়া মিশন গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড কাপ বড় দলে ইতালি দল চ্যাম্পিয়ন ও ব্রাজিল দল রানার্স আপ হয় এবং আহ্ছানিয়া মিশন মিনি গোল্ডকাপ ছোট দলে রংপুর দল চ্যাম্পিয়ন ও ঢাকা দল রানার্স আপ হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং একই দিনে ২টি চ্যাম্পিয়ন ও ২টি রানার্স আপ দলকে পুরস্কৃত করা হয়।

উল্লেখ্য, আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে বর্তমানে ১৫৩ জন শিশু রয়েছে। এ সকল শিশু সমাজের সুবিধাবঞ্চিত। এদের মধ্যে রয়েছে আশ্রয়হীন শিশু, যারা এখানে আসার আগে রেল স্টেশন ও রাস্তায় রাত কাটাতো। ময়লা-আর্বজনা কুড়িয়ে ও কেউ কেউ ভিক্ষা করে জীবন চালাতো। এ ছাড়া এমন শিশু ও রয়েছে, যাদের বাবা অথবা মা নেই। কেউ এতিম, কেউ আশ্রয়হীন এবং এরা কোনো না কোনোভাবে ছিল নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত। এসব শিশু শিশু নগরীতে আশ্রয় লাভ করে থাকা-খাওয়াসহ লেখাপড়া ও খেলাধুলা করার সুযোগ পাচ্ছে।

প্রতি দুই মাসে শিশু নগরীতে একটি টুর্নামেন্ট খেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

মানবকল্যাণ সংস্থা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রতিবছরের ন্যায় ২১ নভেম্বর ২০২২, পঞ্চগড়ে মাঘই পানিমাছ পুকুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে মানবকল্যাণ সংস্থা এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় ৩টি ইভেন্ট মোট ৭০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৯জন শিশু বিজয়ী হয়। এই ৯জন শিশুর মধ্যে ৬জন শিশু আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর। কবিতা আবৃতিতে ২৫ জন শিশু অংশগ্রহণ করে এর মধ্যে মো. কাজিম উদ্দীন-১ম স্থান এবং মো. মোমিনুল ইসলাম ২য় স্থান অর্জন করে। রচনা প্রতিযোগিতায় ১৫ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে মো. সাব্বির ২য় স্থান এবং মো. সুমন রানা ৩য় স্থান অর্জন করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ৩০ জন অংশগ্রহণ করে। মো. নিরব ১ম স্থান ও মো. রেজাউল ৩য় স্থান অর্জন করে।

মানবকল্যাণ সংস্থা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হাতে আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর বিজয়ীরা

যশোর জেলা রেফারেল ডিরেক্টরি তৈরির কর্মশালা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানবপাচার প্রতিরোধের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন "ফাইট স্লেভারি এন্ড ট্রাফিকিং ইন পারসন (এফএসটিআইপি) এ্যাকটিভিটি" প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৬টি জেলায় ১৮টি উপজেলায় ৭২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। মানবপাচার থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সুরক্ষাসহ নানাবিধ সেবা সহায়তা প্রয়োজন। যা একটি প্রকল্প বা সংস্থার পক্ষে সার্বিক সেবাপ্রদান করা সম্ভব নয়। সেজন্য সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত সেবা প্রয়োজন। মানবপাচার থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও সমন্বিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৯ নভেম্বর ২০২২ ডাম-এফএসটিআইপি প্রকল্পের আওতায় শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের

শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে যশোর জেলা রেফারেল ডিরেক্টরি তৈরির জন্য আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা

কনফারেন্স রুমে যশোর জেলা রেফারেল ডিরেক্টরি তৈরির জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই ডিরেক্টরির মাধ্যমে জেলার সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে অভ্যন্তরীন এবং আন্তঃসীমান্ত মানবপাচার ও বাল্যবিবাহের শিকার ব্যক্তিদের জন্য উন্নত রেফারেল প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, চিকিৎসা সহায়তা, মৌলিক কাউন্সেলিং, খাদ্য, পোশাক, আইনি সহায়তা, জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং জীবিকার বিকল্প সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারবেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. রফিকুল হাসান, এডিসি (সার্বিক), যশোর এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌম্য চৌধুরী, সহকারী কমিশনার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক, নির্বাহী পরিচালক, রাইটস যশোর। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলে মো. নজরুল ইসলাম দিপ্ত, ম্যানেজার, প্রোটেকশন কম্পোনেন্ট, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন এম এম রেজা লতিফ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এফএসটিআইপি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। কর্মশালায় মোট ৩৪ জন (পুরুষ ২২ জন এবং ১২ জন মহিলা) অংশগ্রহণ করেন।

কানন সেন্টারের শিশুদের পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কানন দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্রের শিশুরা, হাক্কানী মিশন বিদ্যাপীঠ ও মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণ করে। সেখানে তারা, নিজেদের তৈরি পিঠা বিক্রি করে। স্কুল শিক্ষক ও অভিভাবকগণ পিঠা ক্রয় করার মাধ্যমে শিশুদেরকে উৎসাহ দেন। এর আগে শিশুরা একটি চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও গত ১৩ ডিসেম্বর, ২০২২ ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কানন সেন্টারের কার্যক্রম এবং সেবা নিয়ে আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠান দুটি পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে কীভাবে দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য সেবা প্রদান করতে পারে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করা হয়।

সুন্নতে খাৎনা দেয়া শিশুদের একাংশ

১২ জন শিশুর সুন্নতে খাৎনা

পঞ্চগড়ে অবস্থিত আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে সকল ধর্মের শিশু রয়েছে। এর মধ্যে ১২ জন মুসলিম শিশুর সুন্নতে খাৎনা প্রয়োজন। এজন্যে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পঞ্চগড় সদর হাসপাতালে সিভিল সার্জনের সহযোগিতায় বিনামুল্যে সুন্নতে খাৎনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও হাসপাতালে বিনামুল্যে শিশুদের প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

কাননে আশ্রয় পেল শিশুরা

এই অনিন্দ সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চারা ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে অনাথ এতিম বাপ-মাহীন অসহায় কিছু শিশু যারা আহ্ছানিয়া মিশন 'দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্র (কানন)' পাইকপাড়া মিরপুরে আশ্রয় পেয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে আহ্ছানিয়া মিশন এ কেন্দ্রটি পরিচালনা করে আসছে। এই কেন্দ্র থেকে এ পর্যন্ত ৩৬ জন বাচ্চাকে আইনি প্রক্রিয়ায় দত্তক দেয়া হয়েছে, ১৩ জন ছেলে শিশুকে পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে, পাঁচজন মেয়ে শিশুকে আহ্ছানিয়া মহিলা মিশন এতিমখানা মিরপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে, ফ্যামিলি ফর চিলড্রেনকে-১, পরিবারে ফেরত-১২ এবং মায়েদের সঙ্গে গেছে ১৮ জন শিশু। আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম এই কেন্দ্র পরিচালনায় মাসে ১ লাখ টাকা করে অনুদান দিয়ে আসছে। গত ১ অক্টোবর সাপোর্ট ফোরাম সহ-সভাপতি মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ, ফোরাম সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আলম, মিশন কর্মকর্তা মহব্বত হোসেন ও মো. মোখলেছুজ্জামান কেন্দ্রটি পরিদর্শনে যান এবং শিশুদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খান।

গত ১ অক্টোবর সাপোর্ট ফেরাম সহ-সভাপতি মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ, ফোরাম সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আলম, মিশন কর্মকর্তা মহব্বত হোসেন ও মো. মোখলেছুজ্জামান 'দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্র' পরিদর্শনে যান

এডিবি প্রতিনিধি দলের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

২১ নভেম্বর সাত সদস্যের একটি দল ফরিদপুরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়িত বিল্ডিং রেসিলিয়েন্ট আরবান কমিউনিটি (বিআরইউসি) প্রকল্প পরিদর্শন করেন। দলটি এডিবি প্রধান কার্যালয়ের ১ জন প্রতিনিধি, এডিবি ইউসিসিআরটিএফ (প্রকল্পে অর্থায়নকারী সংস্থা) ১ জন প্রতিনিধি, অক্সফাম ফিলিপাইনের যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, অক্সফাম ইউকে থেকে নেচার বেসড সলিউশন বিশেষজ্ঞ, অক্সফাম বাংলাদেশের ২ জন প্রতিনিধি এবং সিআরও-এর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। ১ দিনের সফরে এই প্রকল্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ৩টি কম্পোনেন্ট পরিদর্শন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সকাল ১০টায় পরিদর্শন দলকে ফরিদপুরের বিআরইউসি প্রকল্প অফিসে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয় এবং প্রকল্প সমাপ্তির কৌশল, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ, প্রশমন পদ্ধতি, প্রকল্প সম্প্রসারণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং অন্যান্য ফলাফলভিত্তিক অর্থায়নের সুযোগ সম্পর্কে একটি সভা হয়। সভা শেষে সকাল ১১টায় দলটি ফরিদপুর পৌরসভা পরিদর্শন শুরু করেন। মিশন টিমকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান হয় এবং প্রকল্পের সাফল্য, প্রকল্পের মেয়াদে পৌরসভার অবদান এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং পৌরসভার মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা হয় সেখানে। তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সম্প্রদায় এবং পৌরসভার মধ্যে সম্পর্ক আগের চেয়ে আরো দৃঢ় হয়েছে। পরবর্তীতে, পৌরসভার দ্বারা বার্ষিক বাজেট এবং পরিকল্পনার উপর একটি উপস্থাপনা দেওয়া হয়েছে যেখানে এডিবি অবদান রাখতে পারে।

উপস্থাপনা শেষে ফরিদপুর পৌরসভার মেয়রের উপস্থিতিতে পুরো দল আনুষ্ঠানিকভাবে পৌরসভার ৪র্থ তলায় সকলের ব্যবহারের জন্য রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুড ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন যা এই প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-২ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত। উদ্বোধনের পর অক্সফাম ফিলিপাইনের কমিউনিকেশন টিম একটি মিটিংয়ের মাধ্যমে কমিউনিটি স্টেক হোল্ডার গ্রুপের কাছ থেকে ইন্টারভিউ এবং কেস স্টাডি নেন। এরপর দলটি কম্পোনেন্ট-১ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপনা পরিদর্শন করে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য পৌরসভার কাছে ৬টি ভ্যান হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিদর্শনকারী দলটি ভ্যানগুলি দেখে এবং জেনে যে ফরিদপুর পৌরসভা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর টেকসইতা নিশ্চিত করতে সম্প্রদায়ের লোকদের জড়িত করার জন্য উপাদান -১ এর অধীনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেছে। দুপুরের পর দলটি ঝিলটুলি জলের ট্যাঙ্ক এলাকায় যায় যেখানে ফাঁপা ইট উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। সেই সময়ে, এই ট্রেডের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৭ জন প্রকল্প অংশগ্রহণকারী পরিবেশবান্ধব ফাঁপা ইট তৈরি করছিলো। এরপর দলটি ফরিদপুরের বদরপুরে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট পার্ক পরিদর্শনের জন্য কম্পোনেন্ট-৩ এর অধীনে কাজগুলো দেখতে যায়। ফরিদপুরে পাট পণ্য প্রক্রিয়াকরণ গ্রুপ পরিদর্শনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় যেখানে একটি ১০ সদস্যের মহিলা দল পাট প্রক্রিয়াকরণ এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদন করে।

ফরিদপুরে এডিবি প্রতিনিধি দলের ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন

২৪ ডিসেম্বর ২০২২ নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কে অয়োজিত হলো ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'র প্রধান কার্যালয়ের প্রথম পিকনিক। দিনব্যাপী বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে পিকনিকে অংশগ্রহণকারী সকলেই একটি ভিন্ন দিন পার করেন।

১৫ অক্টোবর ২০২২ ডিএফইডি'র ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও মো. আসাদুজ্জামান

ডিএফইডি-র ত্রৈমাসিক অগ্রগতি সভা অনুষ্ঠিত

১৫ অক্টোবর ২০২২ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'র ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয় সভা ডিএফইডি'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহী জোনের জোনাল ম্যানেজারগণ। ডিএফইড'র কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সকল কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন ডিএফইডি'র সিইও মো. আসাদুজ্জামান। উক্ত সভায় ডিএফইডি'র সকল এরিয়া ম্যানেজার, জোনাল ম্যানেজার এবং প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন ডিএফইডি'র ডিজিএম (অপারেশন) আর. এম. ফরহাদ। ডিএফইডি'র কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে সভায় আগত সকল ম্যানেজার ও কর্মকর্তাকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে সক্রিয় থাকতে অনুরোধ জানানো হয়।

ডিএফইডি-র নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন

ডিএফইডি-এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পরিষদের মেয়াদ ৩ বছর। বিগত পর্ষদ গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ গঠিত হয়ে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ মেয়াদ শেষ হয়। নিয়মানুসারে ডিএফইডি-এর ১৩ অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠিত ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৭ সদস্য বিশিষ্ট নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যদের পদ বণ্টনের জন্য ২৯ অক্টোবর ডিএফইডি-এর ব্যবস্থাপনা পরিষদের ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত করা হয় এবং আলোচনার ভিত্তিতে অবশিষ্ট পদসমূহ বণ্টন করা হয়। যা নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১	ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ	চেয়ারপার্সন
২	ড. কাজী শরীফুল আলম	ভাইস চেয়ারপার্সন
৩	মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল	সেক্রেটারী জেনারেল
৪	এএফএম গোলাম শরফুদ্দিন	ট্রেজারার
৫	মো. রফিকুল ইসলাম	সদস্য
৬	নিলুফার ইয়াসমিন	সদস্য
৭	সামিয়া তাসমিন	সদস্য

সদস্যগণ দায়িত্ব পাওয়ার পর, যার যার অবস্থানে থেকে ডিএফইডি-এর সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন। নবনির্বাচিত এ ব্যবস্থাপনা পরিষদের মেয়াদ ১৩ অক্টোবর ২০২২ থেকে ১২ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ম্যাথু লেকের মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

ধানমন্ডিস্থ প্রধান কার্যালয়ে ডাম-ইউকের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ম্যাথু লেককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

ডাম-ইউকের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ম্যাথু লেক গত ২২ অক্টোবর ২০২২ বাংলাদেশে আসেন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রথমে তিনি ধানমন্ডিস্থ প্রধান কার্যালয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এএফএম গোলাম শরফুদ্দীন, নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল এবং ডিএফইডি-র সিইও মো. আসাদুজ্জামান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান ম্যাথু লেকের ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

ড্রপ-ইন সেন্টারের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সাথে ম্যাথু লেক

ম্যাথু লেক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার এবং ডিআইসি-২ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামানসহ ডিআইসি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর জুলফিকার মতিন, প্রজেক্ট অফিসার আল-আমিন।

পরিদর্শনের সময় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথা বলেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও স্বাস্থ্যসেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হচ্ছে

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ হাসপাতালের ৩য় তলার সেমিনার রুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মৃতিচারণ করা হয়। ডেপুটি ডিরেক্টর ডা. সুব্রত মিস্ত্রী শহীদ ডা. ফজলে রাব্বির জীবনী সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তুলে ধরেন। সভাপতি কাজী ফরহাদ আলভী বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণসভায় বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে অত্র হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও মেডিকেল স্টাফের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম এবং দেশের সেবায় উজ্জীবিত হয়ে বিশেষ করে হাসপাতালে আগত রোগীদের সেবায় আরো নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা লাভ করবে।' অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন হসপিটালের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়াও ওয়ার্ডের প্রত্যেক রোগীকে এক প্যাকেট করে ফল বিতরণ করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২২ উদ্‌যাপন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে ৭ ডিসেম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মানববন্ধন, সেমিনার এবং উন্মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল; সেমিনার পত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন এন্ড টিভিইটি সেক্টরের প্রধান মো. মনিরুজ্জামান।

নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে

পবিত্র ফাতেহা দোয়াজ্ দহম্ উপলক্ষ্যে দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে পবিত্র ফাতেহা দোয়াজ্ দহম্ উপলক্ষ্যে নলতা শরীফ শাহী জামে মসজিদে মিলাদ, দোয়া- মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর বাদ এশা থেকে রাত্র ১.১০ মিঃ পর্যন্ত আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নলতা কেন্দ্রীয় মিশনের সভাপতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংসদীয় স্থায়ীচ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ ডা. আ ফ ম রুহুল হক এম. পি।

কেন্দ্রীয় মিশনের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মো. সাইদুর রহমান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে তেলাওয়াত-এ কুরআন মৌলভী মো. খানজাহান আলী, মিলাদ শরীফ পরিচালনা ও ফাতেহা পাঠ করেন হাফেজ মো. হাবিবুর রহমান, হামদ, না'তে রসূল, মুর্শিদি পেশ করেন মো. ফিরোজ আলম, মো. রবিউল ইসলাম, মো. আনিসুর রহমান। পীর কেবলার লিখিত গুজারেশ পাঠ করেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম।

বক্তৃতা পেশ করেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এ এফ এম এনামুল হক (ঢাকা), তিনি মুর্শিদ মাওলা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন মিলাদ শরীফ অত্যন্ত বরকতময়, মিলাদের অছিলায় রোগ-শোক মুক্ত হওয়া যায়। মুর্শিদ মাওলা জীবনে যেখানে যেতেন তথা মিলাদ মাহফিল করতেন।

বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক আলহাজ্জ ড. কাজী এহছানুর রহমান, তিনি বলেন "আমরা নূরের দরিয়ায় বসে আছি"। মানুষ কে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহর নূর আছে। আমাদের অস্তিত্বের সাথে রাসূল(স.) এর নূরের সম্পর্ক বিদ্যমান। মুর্শিদ মাওলা নূরের দরিয়াতে অবগাহন করেছেন। তিনি একদিকে সৃষ্টির সেবা, অন্যদিকে চেষ্টার নিকট কাছের মানুষকে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মহানবী (স.) সম্পর্কে ৮টি বই লিখে বিভিন্নভাবে নবীজি (স.) এর জীবনীকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি চট্রগ্রাম আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্দোগে সম্প্রতি প্রকাশিত মুর্শিদ মাওলা সম্পর্কে একটি বই প্রকাশের সু-সংবাদ প্রদান করেন। পরে বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব ড. মো. খলিলুর রহমান, তিনি বলেন আমরা পীর কেবলা (র.) এঁর ডাকে প্রাণের টানে প্রাণের অনুষ্ঠানে আসতাম, তিনি পীর কেবলা (র.) এর সান্নিধ্য লাভের স্মৃতিচারণ করে বলেন তিনি রুহানী আত্মার খেদমতে নিয়োজিত, তিনি অগণিত ভক্তদের উদ্ধারে কাজ করেছেন, উদ্ধারও করেছেন।

বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মিশনের সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ সেলিমউল্লাহ (ঢাকা), তিনি কোরআনুল কারিমের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- আল্লাহু রাব্বুল আলামিন বলেছেন- মানুষ যদি শয়তান থেকে মুক্ত হতে পারে, তাহলে সে আমার গুণে গুনান্বিত হবে।

মাহফিলে মিলাদুন্নবী ও মক্কীজীবন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নলতা শরীফ শাহী জামে মসজিদের খতিব আলহাজ্জ মো. মো. আবু সাঈদ জিহাদী (রংপুরী)।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে অধ্যাপক ডা.আ ফ ম রুহুল হক পীর কেবলা মুর্শিদ মাওলা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সম্পর্কে বলেন তিনি আমাদের মাঝে মিশন রেখে গেছেন। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নিতে তিনি প্রত্যেকটি বই বাংলায় লিকে গেছেন। তার সুগন্ধ আজ দেশ- বিদেশ ছড়িয়ে পড়েছে। দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আলহাজ্জ মাও মো. আবু সাঈদ জিহাদী (রংপুরী)।

অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশে হাজার হাজার ভক্ত- অনুসারী নর-নারী অংশগ্রহন করেন।অনুষ্ঠানে পাক রওজা শরীফের খাদেম আলহাজ্জ মো. আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন পবিত্র ফাতেহা দোয়াজ্ দহম্ উপলক্ষ্যে আয়োজিদ দোয়া-মাহফিল আগত অতিথিবৃন্দ

৯, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর ৫৯তম বার্ষিক ওরছ শরিফ

সুলতানুল আউলিয়া কুতুবুল আকতাব গাওছে জামান আরেফ বিল্লাহ হজরত শাহ্ সুফি আলহাজ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর ৫৯তম বার্ষিক ওরছ শরিফ আগামী ৯, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ নলতা শরিফে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী পবিত্র ওরছ শরিফে প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামরা কোরআন ও হাদিছের আলোকে নবী রাসূল (স.) এবং ওলি আউলিয়াগণের জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ৯ ফেব্রুয়ারি (২৬ মাঘ) বৃহস্পতিবার ওরছ শরিফের প্রথম দিনে শায়খ সৈয়দ ড. হাসান আল আযহারী (সাবেক ভিপি, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর, খতিব গাউছুল আজম রেলওয়ে জামে মসজিদ ঢাকা), শায়খ আব্দুল মোস্তাফা রহিম আল আযহারী (খতিব, গাউছুল আজম রেলওয়ে জামে মসজিদ, শাহাজানপুর ঢাকা), হজরত মাওলানা মুফতি নুর মোহাম্মদ আল ক্বাদেরী (খতিব ও পেশ ইমাম, সওদানগর জামে মসজিদ, হবিগঞ্জ), আলহাজ হজরত মাওলানা মুফতি শায়খ মুহাম্মদ উছমান গনী (সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অফ সুফিজম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা) ১০ ফেব্রুয়ারি (২৭ মাঘ শুক্রবার দ্বিতীয় দিনে অধ্যক্ষ হজরত মাওলানা ড. কাফীলুদ্দিন সরকার সালেহী নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা ও গভর্নর, ইসলামি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ), শায়খুল হাদিছ হজরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক (আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা, খতিব, সোবহানবাগ জামে মসজিদ ঢাকা), হজরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল আলী আল ক্বাদেরী (মোহাদ্দিস হবিগঞ্জ দারুস সুন্নাহ কামিল মাদ্রাসা, হবিগঞ্জ), আলহাজ হজরত মাওলানা মো. আবু সাঈদ (খতিব নলতা শরিফ শাহি জামে মসজিদ) বয়ান পেশ করবেন। ১১ ফেব্রুয়ারি (২৮ মাঘ) শনিবার সকালে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে ৫৯তম ওরস শরিফের সমাপ্তি ঘোষণা হবে।

নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন

পবিত্র ফাতেহা ইয়াজ দহম্ উপলক্ষ্যে মিলাদ-মাহফিল অনুষ্ঠিত

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে পবিত্র ফাতেহা ইয়াজ দহম্ উপলক্ষ্যে নলতা শরীফ শাহী জামে মসজিদে মিলাদ-মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান গত ৬ নভেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাদ এশা থেকে রাত্র ১২ টা পর্যন্ত আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নলতা কেন্দ্রীয় মিশনের সভাপতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক এম. পি।

কেন্দ্রীয় মিশনের সহ সভাপতি আলহাজ্জ মো. সাইদুর রহমান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে তেলাওয়াত-এ কুরআন মৌলভী মো. খানজাহান আলী ও মিলাদ শরীফ পরিচালনা করেন হাফেজ মো. হাবিবুর রহমান, হামদ, না'তে রসূল ও বড় পীর কেবলা (র.) শানে মুর্শিদি পেশ করেন মো. ফিরোজ আলম, মো. রবিউল ইসলাম, মো. কামরুল ইসলাম ও মো. আনিসুর রহমান।

বক্তব্য রাখেন, মুফতি হাফেজ মাও: মো. আশিকুর রহমান, তিনি বড়পীর হযরত সৈয়দ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী সম্পর্কে বলেন তিনি রাসুলুল্লাহ (স.) এর রঙে রঙ্গিন ছিলেন। তিনি ৪৭১ হিজরীতে ইরানের গিলান শহরে জন্ম গ্রহন করেন। পরে বক্তব্য রাখেন মাওঃ মো. শহিদুল্লাহ পাঠান (খতিব, কুতুববাগ জামে মসজিদ, ঢাকা), তিনি বলেন গিলানে জন্ম নেওয়া কুতুবে রব্বানী বড়পীর (র.) ছিলেন গাউছুল আজম জিলানী, তার পিতা আবু ছালেহ মুছা জঙ্গী ছিলেন একজন ওলী। তিনি আল্লাহর দরবারে তার পুত্রকে বিশ্ব নন্দীত তাপসক'ল শিরোমনি করার জন্য দোয়া করেন। বড়পীর কেবলা (র.) মাতৃগর্ভ থেকেই মা উম্মুল খায়ের ফাতিমার নিকট থেকে তেলাওয়াত শ্রবণ করে আঠারো পারা কোরআন হেফজ্ করেন।

তিনি বলেন, আল্লাহুর ওলীরা হচ্ছেন 'হিজবুল্লাহ' (আল্লাহুর দল), যুগে যুগে আল্লাহুর ওলীরা আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। পরে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মুফতি মাওঃ মো. আবু সাঈদ জিহাদী (খতিব, নলতা শরীফ শাহী জামে মসজিদ), তিনি বড় পীর কেবলা (র.) কে গাওছে ছামদানী, মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রব্বানী, জিলানী আল গিলানী আখ্যা দিয়ে বলেন আল্লাহুর ওলীরা মাজারে জিন্দা। গওছে জামান আরেফ বিল্লাহ আলহাজ্জ হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও মাজারে জিন্দা।

বক্তব্য রাখেন, নলতা কেন্দ্রীয় মিশনে সভাপতি আলহাজ্জ মুহম্মাদ সেলিম উল্লাহ। পরে মোনাজাত পরিচালনা করেন আলহাজ্জ মুফতি মাওঃ আবু সাঈদ জিহাদী।

পবিত্র ফাতেহা ইয়াজ দহম্ উপলক্ষ্যে নলতা শরীফ শাহী জামে মসজিদে মিলাদ-মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল

মিরপুর, ঢাকা।

(ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রকল্প)

প্লট নং-এম-১/বি এবং এম-১/সি, সেকশন-১৪, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সড়ক, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬।

ফোন: ৪৮০৪০১২৮, ৫৮০৫৫৯৬২, ৫৮০৫৩০৯১, ০১৭৩২-১৪৮৯১৯, ০১৭৬২-০২৯৫২৬

E-mail: amcgh.mirpur@gmail.com, Website: http://www.ahsaniacancer.org

আমরা আপনার স্বাস্থ্যসেবায় **২৪ ঘণ্টা** নিয়োজিত

- গরীব রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ
- ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ এবং মিনি অপারেশন থিয়েটারে অপারেশনের ব্যবস্থা
- জরুরি বিভাগে প্রয়োজনে অনকল বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা
- হাসপাতালের ওয়ার্ড, কেবিন ও পি.সি.ইউ-তে ২৪ ঘণ্টা রোগী ভর্তির ব্যবস্থা
- অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে আই.সি.ইউ-তে সেবা গ্রহনের ব্যবস্থা
- অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনকোলজিস্টের পরামর্শ ও চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
- প্রায় সার্বক্ষণিক কার্ডিওলজী, মেডিসিন ও সার্জারী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
- স্ত্রীরোগ বিভাগে গাইনী অপারেশন এবং ডেলিভারী ও সিজারের ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানের কেমোথেরাপী ডে-কেয়ার সেন্টার
- ৪টি আধুনিক অপারেশন থিয়েটারে, জেনারেল সার্জারী, অনকোসার্জারী, অর্থোপেডিক, ই.এন.টি ইত্যাদি বিষয়ের সার্বক্ষণিক অপারেশনের ব্যবস্থা
- স্বল্পমূল্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফীসহ ফুল-বডি চেকআপের ব্যবস্থা

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে আপনাকে স্বাগতম

দক্ষিণবঙ্গে উচ্চশিক্ষার নতুন দিগন্ত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান

খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

KHULNA KHAN BAHADUR AHSANULLAH UNIVERSITY

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউজিসি অনুমোদিত

Admission Going On...

Programs

- B.Sc. in Computer Science & Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical & Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)
- B. A. (Hons.) in English
- B. A. (Hons.) in Information Science & Library Management (ISLM)
- Master of Business Administration (MBA)

Address:
140, KDA, Khan Bahadur Ahsanullah Road, Choto Boyra
(Beside Khulna Medical College), Sonadanga, Khulna-9000

Mobile:
01741-238636, 01730-793970

E-mail:
kkbau.edu.bd@gmail.com, registrar.kkbau@gmail.com

Facebook: kkbau.edu.bd

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

মাদকনির্ভরশীল নারী ও পুরুষদের চিকিৎসা সহায়তায় অনন্য প্রতিষ্ঠান

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর
(পুরুষ কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭১৫-৪০৭৮৪৩, ০১৭৭২৯১৬১০২

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর
(পুরুষ কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
(ঢাকাতে অবস্থিত নারী কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭৭৭৭৫৩১৪৩, ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩

আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্র
(আলমপুর, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ)
মোবাইল: ০১৮১০-১১৩৬৪১, ০১৭৮২-৯৬৬৬০৬, ০১৪০১-১৬৬৬০৬

10617

মিশন বার্তার নতুন পথচলায় আমাদের
শুভকামনা

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারি
এই হাসপাতালে দেশবরেণ্য বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে কম খরচে
ক্যান্সারসহ সব ধরনের রোগের
আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবার
নিশ্চয়তা

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

প্লট-০৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

+৮৮০২-৫৫০৯২১৯৬-৭ ০১৮৪৭ ৩৫৯২০১ www.amcghbd.org info@amcghbd.org /ahsaniacancer

অগ্রযাত্রার ১৫ তম বর্ষে আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীর
প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

আমাদের শরিয়াহ্ ভিত্তিক সেবাসমূহ

আমানত সেবাসমূহ ঃ

=> আল ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব (১-৩০ বছর)
=> মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব (১-১৫ বছর)
=> মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব (৩ মাস/৬ মাস ও ১-৩ বছর)
=> মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব (১-৩ বছর)
=> মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

অর্থায়ন সেবাসমূহ ঃ

=> হজ্ব পালনে অর্থায়ন
=> ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক বাড়ি/ফ্ল্যাট/ফ্লোর নির্মাণ, ক্রয় ও সংস্কারের জন্য অর্থায়ন
=> আসবাবপত্র ও গৃহসামগ্রী ক্রয়ে অর্থায়ন
=> বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চলতি মূলধনে অর্থায়ন
=> ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি খাতে অর্থায়ন ইত্যাদি

১৫ বছরের পথচলায়
সেবার মানে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়
হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্ ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)
প্রধান কার্যালয়ঃ ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৫৭১৬৪৬৭২, ৪৭১১৯৩৮৮
www.hajjfinance.net

CELEBRATING 15TH ANNIVERSARY (2007 - 2022)

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০